



জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭০ তম বছর



JAGARAN ■ 6 June, 2024 ■ আগরতলা ড জন ২০২৪ ইং ■ ২৩ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

রাষ্ট্রপতির কাছে পদত্যাগপত্র জমা দিলেন প্রধানমন্ত্রী

এনডিএ-এর নেতা নির্বাচিত হলেন মোদী সমর্থনের চিঠি জমা দিয়েছে সব দলগুলি



নয়া দিল্লি, ৫ জুন। জাতীয় গণতান্ত্রিক জোটের (এনডিএ) বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে জোটের নেতা নির্বাচিত করা হয়েছে। লোকসভা নির্বাচনের ফলাফলের পরে, বৃহস্পতিবার প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে অনুষ্ঠিত বৈঠকে, এনডিএ-র সমস্ত সাংবিধানিক দলের নেতারা সর্বসম্মতিক্রমে মোদীকে নেতা নির্বাচিত করেন এবং এই বিষয়ে একটি প্রস্তাব পাশ করেন। প্রস্তাবে এনডিএ নেতারা মোদীকে তার বিজয়ের জন্য অভিনন্দন জানিয়েছেন এবং তার নেতৃত্বের প্রতি আস্থা প্রকাশ করেছেন। এই বৈঠকে জেডিইউ সভাপতি ও বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার এবং টিডিপি প্রধান এন. চন্দ্রবাবু নাইডু সহ এনডিএ-র সমস্ত সাংবিধানিক দল নরেন্দ্র মোদীর কাছে তাদের সমর্থনের চিঠি জমা দিয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে অনুষ্ঠিত বৈঠকে বিজেপি সভাপতি জেপি নাড্ডা, রাজনাথ সিং, অমিত শাহ, চন্দ্রবাবু নাইডু, নীতীশ কুমার, শিবসেনা শিবে গোষ্ঠীর প্রধান একনাথ শিন্ডে, জেডিএস নেতা এইচটি কুমারস্বামী, এলজেপি

(রামবিলাস) নেতা চিরাগ পাসোসায়ান, এইচএএম-এর নেতারা উপস্থিত ছিলেন এছাড়াও জিতন রাম মাঞ্জি, জনসেনা পার্টির প্রধান পবন কল্যাণ, এনসিপির অজিত পাওয়ার গোস্বামী প্রফুল প্যাটেল এবং সুনীল তটকর, আপনা (এস) দলের অনুপ্রিয়া প্যাটেল, আরএলডি প্রধান জয়ন্ত চৌধুরী, জেডিইউ-র রাজীব রঞ্জন সিং এবং সঞ্জয় বা, ইউপিপি (এল) সভাপতি প্রমোদ বোরো, এজিপির অতুল বোরা, এজেএসইউর সুদেশ মেহতা, এসকেএম নেতা ইন্দ্রা

হায়া সুব্রা উপস্থিত ছিলেন। সূত্রের খবর অনুযায়ী, এনডিএ নেতারা এদিন প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্বে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর সঙ্গে দেখা করবেন এবং সরকার গঠনের দাবি জানাবেন। ৭ জুন বিজেপির সংসদীয় দলের বৈঠকে দলের সংসদীয় দলের নেতা নির্বাচিত হবেন মোদী। এর পরে, সমস্ত এনডিএ সাংসদের একটি বৈঠক হবে, যেখানে মোদীকে আনুষ্ঠানিকভাবে এনডিএ সংসদীয় দলের নেতা নির্বাচিত করা হবে। ৮ জুন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন মোদী। উল্লেখ্য, বৃহস্পতিবার সকালে মন্ত্রিসভার বৈঠকের পর রাষ্ট্রপতির কাছে প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে পদত্যাগপত্র জমা দেন মোদী। রাষ্ট্রপতি ভবনে গিয়ে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর সঙ্গে দেখা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বৃহস্পতিবার রাষ্ট্রপতির কাছে ইস্তফাপত্র জমা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী, সেই পদত্যাগপত্র গৃহীত হয়েছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সদস্যদের পদত্যাগপত্রও গৃহীত হয়েছে। নরেন্দ্র মোদী এবং মন্ত্রিসভাকে নতুন সরকার দায়িত্ব গ্রহণ না করা পর্যন্ত দায়িত্ব

৬ এর পাতায় দেখুন

আপাতত সংসদে বিরোধী আসনেই বসতে চায় ইন্ডি জোট, সময়ে পদক্ষেপ



নয়া দিল্লি, ৫ জুন। আপাতত বিরোধী হিসাবেই সংসদে বসতে চায় ইন্ডিয়া জোট। সময় মতো পদক্ষেপ নেওয়া হবে। বৃহস্পতিবার দুপুরে বৈঠক শেষে এনডিএ-ইউপিপি দিলেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়াগে। তবে তিনি সাফ জানিয়ে দিলেন, ফ্যাসিবাদী বিজেপিকে সরকারে দেখতে চায় না দেশবাসী। তাই আগামী দিনে

সেরকম পদক্ষেপ নেবে ইন্ডিয়া জোট। বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার এবং তেলেগু দেশম পার্টির প্রধান এবং অন্ধ্র প্রদেশের নির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রবাবু নাইডুকে বাদ দেওয়ার বিরোধীদের প্রাথমিক ধারণার প্রতি পাতলা আবারণের উল্লেখ ছিল। কিন্তু দুই পূর্ববর্তী মিত্ররা সমর্থনের আনুষ্ঠানিক চিঠি দিয়ে এনডিএ-তে

শান্তিপূর্ণভাবে নির্বাচন সম্পন্ন হলে ইন্ডিয়া জোটের প্রার্থীরা জয়ী হতো: সুদীপ রায় বর্মণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জুন। শান্তিপূর্ণভাবে নির্বাচন সম্পন্ন হলে ইন্ডিয়া জোটের প্রার্থীরা জয়ী হতো। এমনিই দাবি করলেন কংগ্রেস বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণ। ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়েছিল লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল। রাজ্যের দুটি আসনে বিপুল ভোটে জয়ী হয়েছে বিজেপির প্রার্থীরা। রাজ্যে ইন্ডিয়া জোটের সুদীপ রায় বর্মণ বলেন, রাজ্যে বিভিন্ন জায়গায় ইন্ডিয়া জোটের পোলিং এজেন্ট, সমর্থকরা ব্যাপকভাবে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে। ভোটারদের ভোটকেন্দ্রে যেতে দেওয়া হয়নি। রাজ্য নির্বাচন কমিশনকে পুন: নির্বাচনের দাবি জানিয়েছিল ইন্ডিয়া ব্লক, কিন্তু তা হয়নি। যার ফলে বিজেপির জন্য ময়দান খালি ছিল। তাই বিজেপির জয় হয়েছে এদিকে গোটা দেশে কংগ্রেসের ফলাফল সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি বলেন, কংগ্রেসের ফলাফলে তিনি খুবই খুশি। সংবিধান রক্ষার লড়াইয়ে গোটা দেশে যে ফলাফল করেছে কংগ্রেস তা প্রশংসনীয় এবং গর্বের বলে জানান বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণ।

স্বাক্ষর করেছে, বিরোধীদের পুনর্গঠনের আশায় ঠান্ডা জল ঢেলে দিয়েছে যা ইন্ডিয়া ব্লককে চালকের আসনে বসিয়ে দেবে। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় তাঁর বাড়িতে অনুষ্ঠিত ইন্ডিয়া ব্লকের শুক্রবার, খাড়াগে একটি খোলা আমন্ত্রণ দিয়েছিলেন। তিনি বলেন, ইন্ডিয়া জোট সমস্ত দলকে স্বাগত জানায়। যারা আমাদের সংবিধানের প্রস্তাবনায় নিহিত মূল্যবোধ এবং অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ন্যায়বিচারের জন্য মৌলিক অধিকার রক্ষায় আমাদের সঙ্গে থাকতে চান। তিনি বলেন, লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল থেকে এটাই স্পষ্ট যে দেশের জনগণ মোদীর পদত্যাগ চায়। পাশাপাশি ইন্ডিয়া জোটকে সমর্থন করার জন্য তিনি দেশবাসীকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। জনগণ বিজেপির দুর্নীতির উপযুক্ত জবাব দেবে বলে দাবি করেন তিনি।



নীট পরীক্ষা ইতিহাস গড়ল রাজ্যের ছেলে চাঁদ



নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জুন। ত্রিপুরার ইতিহাসে প্রথম নীট (ইউজি) পরীক্ষায় সর্ব ভারতীয় র‌্যাঙ্ক অনুযায়ী প্রথম স্থান অধিকার করলো রাজ্যের কুতী ছাত্র চাঁদ মল্লিক। চাঁদের প্রাপ্ত নম্বর ৯২০ তে ৯২০। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে চাঁদ মল্লিক বলেন, রামনগর নং ২ নিবাসী ডাঃ শ্রীযুক্ত চন্দন মল্লিক এবং স্ত্রীমতি সুজি দাস মল্লিকের পুত্র চাঁদ মল্লিক। সে শিশু বিহার স্কুলের ছাত্র। কোনও নামি দামী ইনস্টিটিউট নয় শুধু দুজন শিক্ষকের কাছে পড়েছে সে। সম্পূর্ণ নিজের মতো করে পড়াশুনা করে এই কৃতিত্ব অর্জন করেছে। তাঁর এই অভাববনীয় কৃতিত্বে খুশি মা বাবা সহ এলাকাবাসী ও আত্মীয় পরিজনদের। এদিকে, মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক ডাক্তার মানিক সাহা এনইটি-ইউজি প্রবেশিকা পরীক্ষায় সাধারণ ও তপশিলি জাতি উভয় ক্ষেত্রে প্রথম স্থান অর্জনকারী রাজ্যের চাঁদ মল্লিককে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। আজ সামাজিক মাধ্যমে এই বাতায় তিনি জানান, এই সাফল্য রাজ্যের সকল ছাত্র ছাত্রীদের কাছে দৃষ্টান্ত ও অনুপ্রেরণার স্রোত হয়ে উঠবে। উল্লেখ্য, রামনগরের বাসিন্দা ডাঃ চন্দন মল্লিক এবং সুজি দাস মল্লিকের ছেলে চাঁদ মল্লিকের ফলাফলে খুশি তার মা বাবা সহ এলাকাবাসী ও আত্মীয় পরিজনদের।

প্রতিক্রিয়া বিরোধী দলনেতার গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের এটা প্রথম ধাপ আগামীদিনে আরও বড় জয় অপেক্ষা করছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জুন। গণতন্ত্রকে পুনরুদ্ধারের জনগণের এটা প্রথম ধাপ আগামী দিনে আরও বড় জয় অপেক্ষা করছে। লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল শেষে এভাবেই নিজ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলেন বিরোধী দলনেতা জীতেন্দ্র চৌধুরী। সাথে তিনি যোগ করেন, সংখ্যা তাগের দিক থেকে বিজেপির বিশাল পরাজয় হয়েছে। এদিন তিনি বলেন, জনগণ সংবিধান রক্ষা করার জন্য যে ভূমিকা পালন করেছেন তা গনতান্ত্রিক ইতিহাসে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। গণতন্ত্রকে পুনরুদ্ধারের জনগণের এটা প্রথম



ধাপ। আগামী দিনে আরও বড় জয় অপেক্ষা করছে। তাঁর মতে, বিজেপি ৪০০ পার স্লোগান তুলে

করে এই ফলাফল হয়েছে। তা বিজেপির বিশাল পরাজয় সংখ্যা তাগের দিক থেকে বিজেপির বিশাল পরাজয় হয়েছে। এদিন তিনি রাজ্যের ফলাফল নিয়ে বলেন, দেশের জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলন ত্রিপুরায় ঘটতে পারে নি। তা সিপিএমের ফলাফলে প্রকাশ পেয়েছে। আগামীদিনে সিপিএমের দুর্বলতা খোঁজে বের করে লড়াই এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। এদিন তিনি আরও বলেন, এনডিএকে সরকার গঠন করা উচিত। এখন নরেন্দ্র মোদীর কথায় সব হবে না। শরিক দলকে মর্যাদা দিতে হবে।

জল, রাস্তা ও বিদ্যুতের দাবিতে পথ অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ৫ জুন। পানীয় জল, রাস্তা সংস্কার ও বিদ্যুৎ পরিষেবার দাবিতে সড়ক অবরোধে সামিল হয়েছেন ধর্মনগর উত্তর হারোয়া গ্রামের এলাকাবাসী। প্রায় অনেক দিন যাবৎ, ভঙ্গ রাস্তা, জল ও বিদ্যুৎ এর সমস্যা তুগছেন এলাকাবাসী। অবশেষে বৃহস্পতিবার সকালে সমস্যার সমাধান না পেয়ে সড়ক অবরোধে বসেন তাঁরা। অবরোধের জেরে যানচলাচল ব্যাহত হয়েছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছেন পুলিশ বাহিনী এবং অবরোধকারীদের সাথে কথা বলেন। প্রশাসন আশ্বাস দিয়েছেন এই বিষয়ে বিদ্যুৎ ও জল দপ্তরের সাথে আলোচনা করা হবে। ওই আশ্বাসের ভিত্তিতে পথ অবরোধ প্রত্যাহার করেন সানীয় মানুষ।

জাতীয় সড়কে যুবককে পিস্তল ঠেকিয়ে প্রানে মারার চেষ্টা, গুরুতর আহত

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ৫ জুন। মাথায় পিস্তল ঠেকিয়ে হত্যার চেষ্টা করার অভিযোগ দুর্ভুক্তকারীদের বিরুদ্ধে। জানা যায়, একদল দুর্ভুক্তকারীর হাতে রক্তাক্ত হন বিশালগড় জঙ্গালিয়া এলাকার যুবক প্রসেনজিৎ দেবনাথ। দুর্ভুক্তকারীদের অস্ত্রের আঘাতে যুবকের মাথা ফেটে চৌচির, এছাড়াও তার শরীরের একাধিক স্থান ক্ষত বিক্ষত হয়ে পড়ে। শরীর থেকেও প্রচুর পরিমাণে রক্তক্ষরণ হয়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে গোটা এলাকায় উত্তেজনা পরিহিত বিরাজ মান।

সঠিক কথা! দামে নয় গুণে পরিচয়

কাচি ঘানি সর্ষের তেল

For Trade Enquiry: marketing@sisterspices.in Share your experiences: Visit us at - sisterspices.in

পরিবেশ সুরক্ষার অঙ্গীকারের দিন

প্রতি বছর ৫ জুন বিশ্বব্যাপী জনসচেতনতার মাধ্যমে পরিবেশ সচেতনতার লক্ষ্যে পালিত হয় পরিবেশ দিবস। এই দিনটিতেই জাতিসংঘের মানবিক পরিবেশ কনফারেন্স শুরু হইয়াছিল। এই কনফারেন্স হইয়াছিল ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দের ৫ থেকে ১৬ জুন অবধি। এই কনফারেন্সে ১১৭টি দেশের প্রতিনিধিরা জাতিসংঘের সাধারণ সভায়। তখন থেকেই প্রতি বছর এই দিবস পালিত হইয়া আসিতেছে। দিবসটি প্রথম পালিত হয় ১৯৭৪ খ্রিষ্টাব্দে। প্রতি বছরই দিবসটি আলাদা আলাদা শহরে, আলাদা আলাদা প্রতিপাদ্য বিষয় নিয়ে পালিত হয়। উক্ত গোলাার্ধে দিবসটি বসন্তে, আর দক্ষিণ গোলাার্ধে দিবসটি শরতে পালিত হয়। প্রাকৃতিক ভারসাম্য ঠিকমতো বজায় রেখে মানুষ যাতে এই পৃথিবীর বুকে অন্যান্য সমস্ত জীবের সাথে একাত্ম হইয়া এক সুন্দর পরিবেশে বাচিয়া থাকে সেজন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করাই বিশ্ব পরিবেশ দিবসের উদ্দেশ্য। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের কারণে মানুষের জীবন বিঘ্নমান। পরিবেশ আমাদের স্বাস্থ্য-প্রশ্বাসের জন্য বাতাস থেকে শুরু করিয়া খাদ্য এবং পানীয় সবকিছু সরবরাহ করে এবং পৃথিবীতে বসবাসের জন্য একটি অনুকূল পরিবেশ দেয়। এ সবই প্রকৃতির দান। প্রকৃতি ও পরিবেশের কারণেই মহাবিশ্ব সুচারুভাবে চলিবে। প্রকৃতি আমাদের বাচিয়া থাকিবার জন্য অনেক কিছু দেয়। কিন্তু আমাদের মানুষ কেবল প্রকৃতিকে শোষণ করিয়াছে এবং পরিবেশকে দূষিত করিয়াছে। এতে প্রকৃতির যেমন ক্ষতি হইতেছে তেমনই প্রাণের অস্তিত্বও হুমকির মুখে। এমতাবস্থায় পরিবেশকে সুরক্ষিত রাখিবার চেষ্টা করা প্রতিটি মানুষের কর্তব্য। বিশ্ব উন্নয়ন, সামুদ্রিক দূষণ এবং ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার নিয়ন্ত্রণ করণ, যাতে পরিবেশের সুরক্ষা নিশ্চিত করা যায়। এ জন্য প্রতি বছর ৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালিত হয়। এই বিশ্ব পরিবেশ দিবসে, প্রকৃতি রক্ষার জন্য ৫ টি সংকল্প নিল, যাতে পরিবেশ আমাদের আগামী প্রজন্মের জন্য বাসযোগ্য হয়ে উঠিতে পারে। পরিবেশ দিবস উপলক্ষে প্রথম সংকল্প নিল যে আমরা ঘর থেকে উৎপন্ন বর্জ্য সঠিক স্থানে নিয়া যাইব। প্রতিদিন আমাদের বাড়ি থেকে প্রচুর আবর্জনা বের হয়। যাহা মানুষ এখানে-ওখানে ফেলিয়া দেয়। এই বর্জ্য হয় পত্র পত্র পেটে যায় অথবা নদীতে ভাসিয়া যায়। এ কারণে আমাদের নদীওগুলোও দূষিত হইতেছে। ময়লা-আবর্জনা এখানে-ওখানে না ফেলিয়া নিজেই ডাস্টবিনে ফেলুন। শুকনো ও ভেজা বর্জ্য আলাদা করিয়া ফেলুন যাতে তাহা সঠিকভাবে ব্যবহার করা যায়। স্বাস্থ্য-প্রশ্বাসের মাধ্যমে একজন ব্যক্তির জীবন চলে এবং স্বাস্থ্য নিতে বিপুল ব্যতাসের প্রয়োজন হয়। তাই বিশ্ব পরিবেশ দিবসে শোধন নিন যে স্বাস্থ্য-প্রশ্বাসের জন্য বিপুল ব্যতাস থাকিবে, এর জন্য আমরা পেট্রোল-ডিজেলের পরিবর্তে ই-বাহন ব্যবহার করিব। বন্ধিত গাড়ি পরিবর্তে বেশি গণপরিবহন ব্যবহার করিবো। গাছ-পাখালির উপর নির্ভরশীল প্রকৃতি। কিন্তু আজকাল নির্বিচারে গাছ কাটা হইতেছে। গাছ কাটাবার কারণে অক্সিজেনের অভাবের পাশাপাশি আবহাওয়া চক্রেরও অনন্য ভূমিকা আছে। এ কারণে অনেক মারাত্মক প্রাকৃতিক দুর্যোগের সম্মুখীন হইতে হতে পারে। এমতাবস্থায় অঙ্গীকার নিন যে, গাছ কাটা বন্ধ করিয়া আমরা আরও বেশি করিয়া চারা রোপণ করিব, যাতে এ পর্যন্ত প্রকৃতির যে ক্ষতি হইয়াছে তাহা পূর্নায় না হইতে পারে। পরিবেশ সুরক্ষার জন্য সংকল্প, গাছ-পালা, মাটি, মাটি, প্রাণী, জল ইত্যাদি পরিবেশকে বিপুল ও নিরাপদ রাখিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। তাই বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া প্রার্থনা করুন পরিবেশের ভারসাম্য মনে সবসময় থাকে এবং পরিবেশের ভারসাম্য ও নিরাপদ রাখিতে যাহা যাহা করা দরকার তাই করিবেন। পরিবেশ দিবসে সংকল্প নিল যে আমরা পলিথিন বা প্লাস্টিক ব্যবহার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করিবার চেষ্টা করিব। প্রকৃতির সবচেয়ে বড় শত্রু পলিথিন ও প্লাস্টিক। এমতাবস্থায় আপনি নিজে যেমন এগুলো ব্যবহার করিবেন না, তেমনই অন্য কাউকে পলিথিন বা প্লাস্টিক ব্যবহার করিতে দেখিলে তাহাকেও পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন করিবেন। মনে রাখিতে হইবে সরকার কিংবা প্রশাসনের একাধিক পরিবেশকে দূষণের হাত থেকে রক্ষা করা কোনদিনও সম্ভব হইবে না। জনগণের সার্বিক প্রচেষ্টাই পরিবেশকে দূষণের হাত থেকে রক্ষা করা সম্ভব। প্রকৃতি আমাদের জীবনে কতটা গুরুত্বপূর্ণ, তাহা হইতেছে অনেকই করোনায় অতিমারীর পর কিছুটা বুঝিতে পারিয়াছেন। কিন্তু পরিবেশ নিয়া সচেতনতা বৃদ্ধির চেষ্টা চলিতেছে বহু বছর ধরিয়া। প্রতিবছর ৫ জুন, বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালিত হয়। এটি পরিবেশ রক্ষার সচেতনতা এবং নতুন পদক্ষেপকে উৎসাহিত করিতে জাতিসংঘ পালন করে। তাও এখন অনেকই এড়াইয়া চলেন সেই সচেতনতা বর্জিত। এই বছর বিশ্ব পরিবেশ দিবসের থিম "একমাত্র পৃথিবী"। পৃথিবী এক এবং অদ্বিতীয়। তাই প্রত্যেকটি বিশ্ববাসীকে এই বৃহদাকার প্রতি আরও যত্নশীল হইতে হইবে। আমরা গাছ লাগাইতে পারি, আমাদের আশেপাশের শহরকে আরও সবুজ করিতে পারি, বাড়ির বাগান পুনর্নির্মাণ করিতে পারি, নিজেদের ডায়টি পরিবর্তন করিতে পারি এবং নদী ও উপকূল পরিষ্কার রাখিতে পারি। আমরা এমন একটি প্রজন্ম যাহারা এই সবের মাধ্যমে প্রকৃতির শান্তি বজায় রাখিতে পারি। সকলে উদ্বিগ্ন না হইয়া পরিবেশের সচেতনতার বিষয়ে সক্রিয় হইয়া ওঠা উচিত। এখনও কিছুটা সময় আছে। যদি পৃথিবীর প্রতিটি মানুষ নিজের নিজের দায়িত্ব পালন করেন তাহা হইলে এই সুন্দর ধরনী থাকিবে সুজলা- সুফলা শস্য শ্যামলা। এই পরিবেশ দিবসে ভাড়াইয়া মাধ্যমে আপনার আশেপাশের মানুষকে সচেতন করুন।

তৃতীয়বার প্রত্যাবর্তনে মোদীকে অভিনন্দন মেলানির, ধন্যবাদ জানানো প্রধানমন্ত্রী

নয়া দিল্লি, ৫ জুন (হিস.): টানা তৃতীয়বারের জন্য দেশের প্রধানমন্ত্রী হতে চলেছেন নরেন্দ্র মোদী। এন্টার্কটিকা লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পেলেও, এনডিএ জোটের সুবাদে দেশের প্রধানমন্ত্রী হতে চলেছেন মোদী। মোদীর প্রধানমন্ত্রী হওয়া যখন একেবারে নিশ্চিত তখন তাঁকে শুভেচ্ছা জানানো হইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলানি। শুভেচ্ছা পাওয়ার পর জর্জিয়া মেলানিকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মেলানি এক্স বার্তায় লিখেছেন, "নির্বাচনে জয়ের শুভেচ্ছা এবং আরও ভালো কাজ করার জন্য উচ্চ অভিনন্দন জানাই। আমরা একসঙ্গে কাজ করে বন্ধুত্বকে আরও মজবুত করব, যাতে ইটালি ও ভারত ঐক্যবদ্ধ থাকে। আমাদের দেশ এবং আমাদের জনগণের মঙ্গলের জন্য বিভিন্ন বিষয়ে সহযোগিতা অত্যন্ত থাকবে যা আমাদের আরও বন্ধনে আবদ্ধ রাখবে।" মেলানির বার্তা পেয়ে আনন্দিত মোদীও বৃহত্তর সকালে তিনি সেই পোস্টটি শেয়ার করে লিখেছেন, "আমাদের সহস্রাবর্তী জন্ম ধন্যবাদ মেলানি। আমরা ভারত-ইতালি কৌশলগত অংশীদারিত্বকে আরও গভীর করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ রয়েছি।

সাইকেলের পরীক্ষা দিয়ে শুরু হয়েছিল নেদারল্যান্ডস-এর পড়াশোনা

স্কুল-কলেজে পরীক্ষা দিতে আমরা অভ্যস্ত। সে পরীক্ষা লেখাপড়ার। কিন্তু কোনও বিশ্ববিদ্যালয় যে হাতে খাতা-পেনের বদলে সাইকেল ধরিয়ে বলবে, এটা চালাও, দেখাও তুমি কেমন সাইকেল চালাতে পারো, এটাই তোমার পরীক্ষা। এমনিটাই আন্দাজ ছিল না একেবারেই। কিন্তু উপায় নেই। দেশটির নাম নেদারল্যান্ডস। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান "ক্রিস্টেলিকে হোফেস্কুলে এডা"। পশ্চিমে, বিশেষ করে আমেরিকায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখাগুলি পরিচিত স্কুল হিসেবে। এটা শহরের ক্রিস্টেলিকে হোফেস্কুলে বলে তাই। বৃত্তি নিয়ে পড়তে এসেছি "ই-স্টার্ট কালচারাল কমিউনিকেশন"। পাঠ্যে রয়েছে ডাচ সংস্কৃতিও। কিন্তু কী মুশকিল, স্কুলে যোগ দেওয়ার আধ ঘণ্টার মধ্যে বিভাগের সব পড়ুয়াকে হাজির করানো হয়েছে পাশের পার্কিং লটে। দেশি-বিদেশি ছাত্রছাত্রীদের হাতে ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে সাইকেল। প্রথমে মিনিট পনেরো নেদারল্যান্ডস-এর সাইকেল চালানো সম্পর্কে কিছু নিয়মের ফিরিস্তি। এ বার নির্দেশ, চালাও সাইকেল। সামনে পিছনে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-কর্মীরা থাকবেন। পৌনে এক ঘণ্টার শহর পরিভ্রমণ। শহর পরিভ্রমণের পাশাপাশি রাইডিং-টেস্ট। ডাচ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার যোগ্যতা অর্জনের প্রথম ধাপ।

৩ জুন। আন্তর্জাতিক বাইসাইকেল দিবস। ২০১৮ সাল থেকে রাষ্ট্রসংঘ জুন মাসের তৃতীয় দিন সাইকেল দিবস হিসেবে পালন করার কথা বলেছে। পৃথিবীর বানা প্রান্তে তা পালিতও হচ্ছে। রাষ্ট্রসংঘের মতে, সাইকেল হল শান্তি-সংস্কৃতির প্রতীক। সাইকেল চালানোর মধ্যে প্রহম ভাবে সামাজিক সাম্য, শ্রদ্ধা আর সংযুক্তির বার্তা থাকে। থাকে সহিষ্ণুতাও। তাই বাড়তি গুরুত্ব দাও সাইকেলে। তা ছাড়া এখন সকলেই জেনে গিয়েছেন, সাইকেল চালানো গিয়েছেন এবং পরিবেশের জন্য ভাল থাকে, নিজেই "ফিট" রাখা যায়। সাইকেল চালাতে "স্ট্রিং ফুয়েল", মানে জীবাশ্ম জ্বালানি পোড়াতে হয় না। ফলে কার্বন নির্গমন হয় না। ক্ষতি হয় না পরিবেশের। আর্থনিক সাইকেল দিবসে এ নিয়ে অনেক আলোচনা হবে। এই কলমটিও সাইকেল নিয়ে দু'চারটি কথা বলার অনুমতি চাইছি। তবে এই নিবন্ধে "সাইকেল চালিয়ে ডায়ালিটস নিয়ন্ত্রণে রাখুন" গোছের তথ্যাবলি নেই। এখানে প্রয়াস এই সাইকেল নিয়ে ভিদেশি পরিভ্রমণ।



যাই হোক, আমরা আবার ফিরে যাই এডার ইউনিভার্সিটিতে। পরে জেনেছিলাম, এই পরীক্ষাকে ওলন্দাজ ভাষায় বলে ডেভারকিরসডিপ্লোমা। ইংরেজি তর্জমা ট্রায়ালিক সাট্রিফিকেট। নেদারল্যান্ডসে স্কুলপড়ুয়াদের এই টেস্ট প্রায় বাধ্যতামূলক। এমনকি ডিভিডিং ইউসেন্স নিতে গেলেও সাইক্লিং সম্পর্কে জানাটা আবশ্যিক। গাড়িচালক মোড় নেওয়ার সময় সাইকেল ট্রাক কী ভাবে পার হবেন, সাইকেল ট্রাকের চিহ্ন কেমন করে বুঝবেন, সেটা তাঁদের জানতে হবে বইকি। আপনার পকেট ভর্তি ইউরো থাকতে পারে, আপনার গ্যারাজে মোড়টা মসৃণ ছিল, তা বলব না। অথচ জন্ম মফসসলে। স্কুলে থাকতেই বাপ-কাকাদের সাইকেল নিয়ে রাস্তায় বেরিয়েছি। শেখার জন্য আলাদা ছোট মাপের সাইকেল নেই। পেপ্পায় উঁচু সাইকেলে ভারসাম্য বজায় রাখার পাঠ নিতে কত বার যে থাকা খেয়েছি ল্যাম্পপোস্টে, কিংবা অলস দুপুরে জাবর কাটতে থাকা

নেদারল্যান্ডস-এর সার্থক জাতীয় প্রতীক। জনসংখ্যার ৫৮ শতাংশ যাতায়াতের জন্য কোনও-না-কোনও ভাবে সাইকেলের উপর নির্ভরশীল। এদের পরই আছে ডেনমার্ক। তার পর জার্মানি। এশিয়ার মধ্যে সাইকেল ব্যবহারে জাপান এগিয়ে। যদিও সাইকেলের সংখ্যা ওনলে চিন থাকবে প্রথমে। সেটি অবশ্য দেশের আভ্যন্তর এবং বিপুল জনসংখ্যার জন্য। শহর বাদ দিলে ভারতের গ্রাম এবং মফসসল এখনও সাইকেলের উপর অনেকটা নির্ভরশীল। যদিও বাইক বা স্কুটারের উপস্থিতি ক্রমশ বাড়ছে। রাজারহাট-নিউ টাউনে সাইকেলের জন্য আলাদা রাস্তা হয়েছে, তবে উত্তর-মধ্য কিংবা দক্ষিণ কলকাতায় সাইকেলের জন্য নির্ধারিত রাস্তা নেই। নেদারল্যান্ডস-এর গোট্টা দেশে রয়েছে "ফিটসপাথ"। ফুটপাথের সঙ্গে গুলিয়ে ফেললে চলবে না। ফুটপাথও আছে, সেটা হাঁটার জন্য। আর "ফিটসপাথ" সাইকেলের। এ পথের রং মেরুন লাল। ফিটসপাথ গাড়ি চালা রাস্তার দু'পাশে বা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পথ

টেলিভিশনের সাংবাদিক দেমাই একমাত্র সাইকেল চালাতে পারতেন না। তবে তিনি ছিলেন একেবারে রোগ্যপাতলা চেহারার। ছোটখাটো দুরূহ পাড়ি দেওয়ার হলে কারও-না-কারও সাইকেলের পিছনে বসে যেতেন, পিছনে যে কেউ বসেছে, সেটা চালক টেরও পেতেন না। এখানে বলে রাখা দরকার, নেদারল্যান্ডস-এ সাইকেল সংক্রান্ত নিয়ম বেশ কড়া। এবং নিয়ম না মানলে জরিমানার ব্যবস্থা আছে। যেমন, সাইকেলে দ্বিতীয় কাউকে বসাতে হলে (মূলত শিশুদের জন্য) উপযুক্ত বসার আসন বা বাকের রাখতে হবে। আপনার বাইক-কারিয়ারের যা বছর, তাতে মুদিখানার ব্যাগ ধরবে, অথচ আপনি বসিয়েছেন এক মানুষকে, পুলিশ এমন দেখলে ফাইনের খাতা বার করতাই পারে। দেমার ক্ষেত্রে দেখেছি, পুলিশ মুখ ঘুরিয়ে অন্য দিকের দৃশ্য অবলোকন করত। সেটা "স্ট্রুডেন্ট কনসেশন" না "বিদেশি কনসেশন", তা জানি না। তবে দেমার জ্বালানোর ব্যাপারে পুলিশ খুব কড়া। দিনের আলো পড়ে

লিখে গিয়েছেন। এমনকি ঘোড়ার ট্রাম থেকে কলের ট্রাম হয়ে বিদ্যুতের ট্রামের কথাও আমরা জানতে পেরেছি। কিন্তু আলাদা করে সাইকেলও উঁচু, কক্ষে পায়নি। ক্ষিতীন্দ্রনাথ এ বইয়ের ভূমিকা লিখেছেন জেডার্সাকোয়, খুলন হাদশীর দিন। সন ১৩৩৭। গ্রেগোরিয়ান ক্যালেন্ডারের হিসেবে ১৯৩০। অর্থাৎ এর চল্লিশ বছর আগেই হুজুগে বাঙালি টমাস স্টিভেন্সের হাতে সাইকেল দেখে ফেলেছে। সাইকেলে পৃথিবী ভ্রমণের পয়লা পর্যটক এই স্টিভেন্স-সাহেব। মার্কিন মুলুকের সন ফ্রান্সিসকো থেকে যাত্রা শুরু করেছিলেন। শেষ ঠিকায় নিয়ে মাঝখানে লন্ডন, ফ্রান্স, ইরান, আফগানিস্তান হয়ে ভারত। এসেছিলেন কলকাতাতেও। তখন অবশ্য পেনি-ফার্ডিং সাইকেলের চুল বেশি। আপনারা অনেকেই ছবিতে এই সাইকেল দেখে থাকবেন। সামনের চাকাটি বড়, মানে পেনি, আর পিছনেরটি ছোট, পেনির চারভাগের একভাগফার্ডিং। কলকাতা থেকে স্কিমার ধরে স্টিভেন্স চলে যান হংকংয়ে। অবশ্য তার আগে কলকাতার মানুষকে সাইকেল সম্পর্কে বেশ উৎসাহী করে দিয়ে যান। তাই প্রশংসাই, ক্ষিতীন্দ্র ঠাকুর এই যানটিকে গুরুত্ব দিলেন না কেন? অথচ, শোনা যায় ঠাকুর বাড়িরই আর এক বাসিন্দা, দ্বিজেন্দ্রনাথ সাইকেল চেপে হাওয়া খেতে যেতেন চৌরঙ্গি অঞ্চলে।

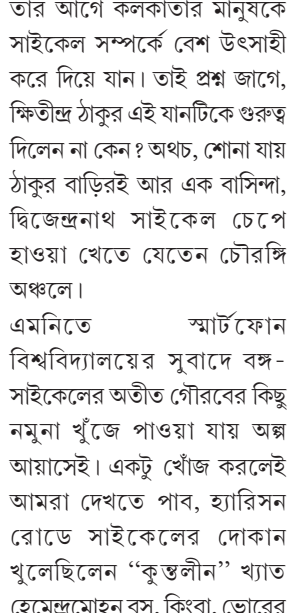
বোঙ্গালুর রাস্তায় সাইকেল চালিয়েছেন। শোনা যায়, একবার এক উদীয়মান জনপ্রতিনিধি বিলাসবল্লভ গাড়ি নিয়ে পার্লামেন্টে গিয়েছিলেন। বাস, টিভি চ্যানেলগুলোয় তাঁকে নিয়ে শুরু করে দেয় মশকরা। ডাচদের মানসিকতা হচ্ছে "দ্য নরমাল দান দ্য য়ে আল য়েক নুফ"। মানে, সাধারণ থাকো, যাড়াবাড়ি করো না। সাধারণ থাকোই যথেষ্ট বড় ব্যাপার। বিদেশিরা এই ডাচ মানসিকতাকে বলেন "ফ্ল্যাট মেন্টালিটি"। প্রথম প্রথম এটা ধরতে পারিনি। পরে এডার এক অধ্যাপক এক ফিল্ম ট্রিপে গিয়ে অভিনব পছন্দ ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। ফিল্ম ট্রিপের গন্তব্য ছিল লিমবুর্গ। দেশের দক্ষিণ এলাকা। সাইক্লিং ছাড়াও ডাচরা আরেকটি বিষয়ে দড়া। সেটি ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট। একাধিক বার বিধবৎসী বন্যা ডাচদের কাঁদিয়ে ছেড়েছে। স্বাভাবিক, দেশের বেশ কিছুটা অংশ সমুদ্রতলের নিচে। বাধা হয়ে ডাচরা জলের ব্যাপারে পারদর্শী হয়েছে। ফিল্ম ট্রিপের উদ্দেশ্য ছিল এই "ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট"-এর কিছু নমুনা দেখা। আমাদের যাত্রা শুরু হলো এক মিনিভানে। ডান চালাচ্ছেন ইপে স্তারফেল। অর্থনীতির শিক্ষক। কয়েক মাস এখায় পড়ান, বাসিন্দা সময় কাটান আমেরিকায়। মজার মানুষ। মিনিভানেই সামনে চালকের আসনের পাশেই বসেছি আমি। ইপের সঙ্গে গল্পগাছা চলছে। জিজ্ঞাসা করলাম, ডাচদের "ফ্ল্যাট মেন্টালিটি" বলে, এর কারণটা তিক কী? ইপে ম্যাপে কী যেন এক বার দেখে নিলেন। তার পর বললেন, সবুর করো, ফেরার পথে জিনিসটা তোমায় বুঝিয়ে দিচ্ছি। ফিল্ম ট্রিপ শেষ করে আমরা চলেছি। বেশ অনেকটা ড্রাইভ করার পর ইপে পথের এক বিশেষ দিকে আঙুল তুলে বলে উঠলেন, দ্যাটস আওয়ার হাইয়েস্ট সরকার সম্পর্কেও। তবে এগুলির সত্যাসত্য নিরূপণের অবকাশ এই নিবন্ধে নেই। আমরা শুধু বাঙালির সাইকেলচর্চার কয়েকটি "শোনা যায়" গোছের তথ্য দেখে নিলাম। এরসঙ্গে অবশ্যই উল্লেখ করতে হাম ছু পর্যটক বিমল মুখোপাধ্যায় কিংবা রামনাথ বিশ্বাসের নাম। তাঁরা সাইকেল নিয়ে বিশ্ব ঘুরেছেন। কিন্তু সে তো বিশ্ব ঘোরার কাহিনি। বাংলায় সাইকেল? সুধী পাঠক, আপনার জানা থাকলে, অবশ্যই এই প্রতিবেদককে জানাবেন। আমি মিতার, একেই আশ্রয়ী, আগাম ধন্যবাদও জানিয়ে রাখলাম। মাঝেমাঝে মনে হয়, শরদ্বন্দুবাবু সেই যে তাঁর গল্পে সাইকেলের ঘণ্টি থেকে গ্রামাফোনের পিন ছুড়ে এই দ্বিচক্রযানটিকে "ভিলেন" বানিয়ে দিলেন, তার পর থেকে আর তার "রেজারেকশন" হল কই! অবশ্য নোবেলজয়ী অমর্ত্য সাইকেল শোজেন্যে বাঙালির সাইকেল আবার জাতে উঠেছে। গত বছর সেপ্টেম্বরে নোবেল কমিটির এক্স (সাবেক টুইটার) হ্যাঙ্কেল থেকে অমর্ত্য সেনের একটি ছবি প্রকাশ করা হয়। ছবিটি আমাদের দেশে। শান্তিনিকেতনের রাস্তায় সাইকেল চালাচ্ছেন বিশ্ববন্দিত অধ্যাপক। নোবেল কমিটি এও জানিয়েছে, প্রফেসর সেনের গবেষণায় সাইকেলটি খুবই সাহায্য করেছে। এতে চড়েই প্রফেসর গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে তথ্য সংগ্রহের কাজ করেছেন। এ হেন সাইকেল আর তাই বীরভূমে পড়ে থাকেনি। পাড়ি দিয়েছে সুইডেনের স্টকহোম, নোবেল সংগ্রহশালায়। আমরা নোবেল সংগ্রহশালায় সাইকেল নিয়ে আল্লাদিত হতে পারি। কিন্তু ডাচদের কাছে এটাই স্বাভাবিক। তাঁদের প্রধানমন্ত্রী মার্ক রুতে নিয়মিত সাইকেল চড়েই অফিস যান। ভারত সফরে এসে



হিসাবে থাকতে পারে। আর আছে "ফিটসপাথ"। এটি সাইকেলেরই রাস্তা। গাড়ি চলতে পারে। তবে "অতিথি" হিসেবে। হংকিংয়ের মাধ্যমে সাইকেলকে পাশ কাটিয়ে গাড়ি এগিয়ে যাবে, সেটি হওয়ার উপায় নেই। মূলত পাড়ার অভ্যন্তরে, "রেসিন্ডেশিয়াল", যাকে বাংলায় বলা যায় গৃহস্থ এলাকায় এমন "ফিটসপাথ" রাখা হয়, যেখানে স্বাভাবিক কারণেই গাড়ির চলাচল কম। এক পথচারী আনমনে হাঁটছিলেন। বেথেয়ালে কখন যে বাইক লেনে ঢুকে পড়েছেন মালুম হয়নি। পিছন থেকে ধেয়ে আসছিলেন এক সাইকেল আরোহী। এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলেও ধাক্কা এড়ানো গেল না। দু'জনেই ডুট্টি। বাইক আরোহী সেই অবস্থাতেই বলল, "আজ খুব বেঁচে গেলে"। পথচারীর যথেষ্ট লেগেছে। তাই অবাক হয়ে প্রশ্ন করলে, "মানে? আমায় তে ধাক্কা মেরে ফেলে দিলে।" সাইকেল-চালকের নিলিগু উত্তর, "আমি এ রাস্তায় বাইক চালাই না, পায়ের রাস্তায় ভাঙি চালাই।" এটি অবশ্যই রসিকতা। এবং রসিকতাটি যে নেদারল্যান্ডস-এ তৈরি হয়েছে, সেটিও হলফ করে কেউ বলবে না। কিন্তু এমন বিপর্যয় হওয়ার কারণসিদ্ধি। মানে, সাইকেল লেনে পথচারী বা অন্য সাইকেল আরোহীর গুরুতর আহত হওয়ার আশঙ্কা থেকেই যায়। কেননা, তৃতীয় আর এক ধরনের সাইকেল লেনেও সাইকেল আছে "মেলফিফিসরংট"। দ্রুতগামী সাইকেলের জন্য সুনির্দিষ্ট। এ বার রসিকতাটি হালকা ভাবে নেবেন, না কি গুরুত্ব ভাবেন "বুক লোক, যে জানে সন্ধান"। রসিকতার কথা উঠল যখন, আর একটি উল্লেখ করার লোভ সামলানো যাচ্ছে না। রসিকতাটি এমন কিছু আহামরি ধাম। তবে এর সঙ্গে জড়িয়ে বেশ কয়েকটি স্মৃতি। তাই অল্প কথায় সেরে নেওয়া যাক। আমাদের সঙ্গেই পড়তে ভূটানের দেমা দোরজি। ভূটানের জাতীয়



গেলে সাইকেলের সামনে সাদা বা হলুদ আলো, এবং পিছনে লাল আলো জ্বালা একেবারে মাস্ট। সেই সঙ্গে প্যাডেলে থাকতে হবে হলুদ রিফ্লেক্টর। এই আলো জ্বালে ৪৫ থেকে ৭৫ ইউরো পর্যন্ত জরিমানা হতে পারে। ডাচরা অন্তত রাস্তাঘাটে ঘুষ দেয় না, নেয়ও না। সুতরাং ফাইনের হাত থেকে মুক্তি নেন। কথিত আছে, এক বাইক আরোহী পিছনের লাল আলো না জ্বালিয়ে রাতে সাইকেল চালাচ্ছিলেন। যথারীতি এক পুলিশ তাঁকে ধড় করান। ব্যাকলাইট ছাড়া বাইক চালানো কত ক্ষতিকর এবং কী ভাবে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে, সে সম্পর্কে নাতিদীর্ঘ ভাষণ দিয়ে জরিমানার খাতা খুলে ধরেন। বাইক আরোহী জরিমানা দিতে রাজি নন। তাঁর দাবি, স্বয়ং ঈশ্বর তাঁর সঙ্গে চলেছেন। তাঁর আক্সিডেন্টের ভয় নেই, তাই লাল আলোরও প্রয়োজন নেই। পুলিশ নির্বিকার। দেখা গেল চালকের হাতে ডাবল ফাইনের স্লিপ ধরিয়েছেন। কী ব্যাপার! ট্রাফিক পুলিশের বক্তব্য, একে তাতে লাইট নেই, তার উপর সাইকেলে গড়কে বসিয়ে ডাবল ক্যারি হচ্ছে, ডাবল ফাইন তো লাগবেই। তা ডাচদের দেশে এমন রঙ্গ-রসিকতা, সাইকেল (চালু লজ্জ বাইক) প্রসঙ্গের শেষ। প্রশ্ন উঠতে পারে, সাইকেল নিয়ে বাঙালির ভাবনা কী? অল্প অনুসন্ধানের প্রতীয়মান হচ্ছে, যানবাহন হিসাবে সাইকেলকে তেমন আমল দিতে রাজি নন প্রচলন সব তিনি সরস ভঙ্গিতে



সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

‘ভূমি পুনরুদ্ধার, মরুভূমি ও খরা প্রতিরোধকরণ’ থিমের সাথে বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালন করল উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে



মালিগাঁও, ৫ জুন, ২০২৪: প্রকৃতিকে রক্ষা করতে স্টেকহোল্ডারদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে ইতিবাচক পরিবেশমূলক পদক্ষেপগুলি আরম্ভ করার লক্ষ্যে বিশ্বব্যাপী সচেতনতা বৃদ্ধি করতে প্রত্যেক বছর ৫ জুন তারিখে বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালন করা হয়। একটি শক্তিশালী গ্রহের জন্য প্রয়োজনীয় গাছ, সুস্থ মাটি ও পরিষ্কার জলের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে ‘ভূমি পুনরুদ্ধার, মরুভূমি ও খরা প্রতিরোধকরণ’ থিমকে সামনে রেখে সমস্ত উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে জুড়ে এই বছরের “বিশ্ব পরিবেশ দিবস” পালিত হয়। এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে মালিগাঁওস্থিত কামাখ্যা কোচিং ডিপোতে ১০০ কেএলডি (কিলোলিটার প্রতি দিন) ক্ষমতা সম্পন্ন সেয়েজ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট (এসটিপি) এবং একটি বায়ো-চয়ালেট উদ্বোধন করেন উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার শ্রী চৈতন্য কুমার শ্রীবাস্তব। অনুষ্ঠানে অন্যান্য ব্যক্তিদের সাথে মুখ্য কার্যালয়ের বরিশত আধিকারিকরাও উপস্থিত ছিলেন। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য কার্যালয় এবং পাঁচটি ডিভিশনে রেলওয়ে আধিকারিকদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে বৃক্ষ রোপণের পাশাপাশি বিভিন্ন সচেতনতা মূলক অভিযান চালানো হয়। এই অনুষ্ঠানে জেনারেল ম্যানেজার পরিবেশ ও হাউসকিপিং ম্যানেজমেন্ট উদ্যোগ সম্পর্কিত একটি বুকলেট উন্মোচন করেন।

টি-টোয়েন্টি

অলরাউন্ডারদের

শীর্ষস্থানে ফিরলেন

সাকিব আল হাসান

দুই-ইং, ৫ জুন (হি. স.): টি-টোয়েন্টি অলরাউন্ডার রায়সিংয়ের শীর্ষস্থান পুনরুদ্ধার করলেন বাংলাদেশের সাকিব আল হাসান। দুই সপ্তাহ আগে লঙ্কান অলরাউন্ডার ওয়ান্ডিং হাসানাদাস সঙ্গে যৌথভাবে শীর্ষে ছিলেন তিনি। কিন্তু সপ্তাহ পার হতেই আবার সাকিব শীর্ষে ফিরলেন। কারণ দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ভালো পারফরমেন্স করতে না পারার জন্য হাসানাদাসকে আবার দুইয়ে নেমে যেতে হল। আর কোনো ম্যাচ না খেলেই শীর্ষস্থানে উঠে এলেন সাকিব।

১৩ জুন বাজারে

আসছে মেসির

পানীয়

নিউইয়র্ক, ৫ জুন (হি. স.): আগেই জানানো হয়েছিল বাজারে হাইড্রেশন ড্রিংক নিয়ে আসবেন মেসি এবং তা এই জুনে। হ্যাঁ, সত্যিই এলো তা। “মাস ” নামে মেসির এই পানীয় চলতি মাসের ১৩ তারিখে বাজারে আসছে। চারটি ফ্লেভারে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে ছাড়া হবে এই পানীয়। তারই একটি ফ্লেভারের নাম মেসি বেরোনে বালন ডি অরকে অরকে রেখে। কমলার স্বাদে তৈরি বলেই যার নাম করা হয়েছে অরকে ডি অর নামে। এই ফ্লেভার ছাড়া বাকি তিন ফ্লেভারের মাঝে আছে আমের পানীয়, বেরি কোপা ক্রাস, লিমন লাইম লিগ।

গুলমার্গের পাছাড়ে

অবস্থিত একটি

মন্দিরে আগুন

জম্মু, ৫ জুন (হি. স.): কাশ্মীর উপত্যকার পর্যটন কেন্দ্র গুলমার্গের একটি পাছাড়ে অবস্থিত একটি মন্দিরে আগুন। ঘটনাটি ঘটছে বুধবার সকালে। আধিকারিকরা জানিয়েছেন, রানি মন্দির নামে পরিচিত শিব মন্দির আগুন লেগেছে। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছান দমকলের গাড়ি। অনেক চেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা গেলেও মন্দিরের রক্ষা করা যায়নি। আগুন লাগার কারণ এখনও জানা যায়নি। মন্দিরটি পর্যটকদের কাছে জনপ্রিয় ছিল কারণ এটি আপ কি কসম-এর হিট গান জয় জয় শিব

বায়ো-মিথেনেশন স্থাপন ও চালু করা সহ বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে ভাষণ দিতে গিয়ে জেনারেল ম্যানেজার বলেন যে পরিবেশের প্রতিকূল প্রভাব হ্রাস করার জন্য উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের পক্ষ থেকে সবগুলি ফ্রন্টে একাধিক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে মূলত উত্তর পূর্ব অঞ্চলের পারিপার্শ্বিকভাবে সংবেদনশীল স্থানগুলিতে কাজ করে। সেই অনুযায়ী, ট্র্যাক বরাবর গ্রিন বেল্ট সংরক্ষণ, বনানীকরণ, জল সংরক্ষণ, কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, কার্বন ডাই অক্সাইড নির্গমন হ্রাস করতে রেলওয়ে ইলেকট্রিফিকেশন, এলইডি লাইট ব্যবহারের মাধ্যমে শক্তি সংরক্ষণ, নবীকরণযোগ্য শক্তির উদ্যোগ, সৌর শক্তির ব্যবহার, বিভিন্ন পরিবেশ অনুকূল ব্যবস্থা সহ রোলিং স্টক থেকে বর্জ্য নিষ্কাশনের বায়ো-ফেল্ডি ডিসপোজালের মতো বিভিন্ন ব্যবস্থা উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের দ্বারা গ্রহণ করা হয়েছে বলে জেনারেল ম্যানেজার উল্লেখ করেন। এনএফআরডব্লিউডব্লিউও উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে মহিলা কল্যাণ সংস্থা) দ্বারাও বিভিন্ন স্থানে বৃক্ষ রোপণ করে এবং স্কুলের শিশুদের মধ্যে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করে বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালন করা হয়। দেশের বিকাশের জন্য উত্তর পূর্ব ভারতের স্থির উন্নয়নের অঙ্গীকার হওয়াই উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের লক্ষ্য। ভারতীয় রেলওয়ে হলো গণ পরিবহণের সবচেয়ে পরিবেশ অনুকূল স্থায়ী পদ্ধতি। ‘ভূমি পুনরুদ্ধার, মরুভূমি ও খরা প্রতিরোধকরণ’ থিমের সাথে সংগতি রেখে রেলওয়ের দ্বারা গৃহীত পদক্ষেপগুলির ফলে সুস্থ ভূমি ফিরিয়ে নিয়ে আসা সম্ভব হবে, মরুভূমি যেন বিকাশিত না হয় তার চেষ্টা করা যাবে এবং জলের অভাব নিয়ন্ত্রণে মোকাবিলা করা যাবে।

কলিয়াবরে বুনো হাতির তাণ্ডব, তছনছ ঘরবাড়ি

কলিয়াবর (অসম), ৫ জুন (হি.স.): নগাঁও জেলার অন্তর্গত কলিয়াবরে বুনো হাতির তাণ্ডবে বাতিবাস্ত নাগরিক জীবন। বুনো হাতির তাণ্ডবে কোনও হতহাতের ঘটনা না ঘটলেও বাড়িঘর ভেঙে, খেতের শাক-সবজি সাবাড় করে বাগপ ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। আজ বুধবার ভোররাতে কলিয়াবর থানার অন্তর্গত নাম-কামাখ্যা গ্রামে বুনো হাতির দল ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি করেছে। এর মধ্যে দুটি বাড়িকে পুরো তছনছ করে দিয়েছে বুনো হাতির দল। তাদের তাণ্ডবে গ্রামের বাসিন্দারা আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন। জানা গেছে, বুনো হাতির দল মঞ্জুলি ভূইয়ীর বসতঘর ভেঙে তছনছ করে দিয়েছে। হাতির দল এখন ঘর ভাঙছিল, তখন মঞ্জুলি ভূইয়ীর পরিবার ভিতরে ঘুমো আচ্ছন্ন ছিল। তবে অলৌকিকভাবে মঞ্জুলি তাঁর স্বামী এবং মেয়েদের নিয়ে চারপাশে সংঘটিত ধ্বংসযজ্ঞ সত্ত্বেও অক্ষত থেকে যান। একই ধরনের আরেক ঘটনায় দীপক ভূইয়ীর বাড়িও হাতির তাণ্ডবে ধ্বংসস্বপ্নে পরিণত হয়েছে। উভয় পরিবার এখন তাঁদের জীবন ও ঘরবাড়ি পুনর্গঠনের জন্য লড়াই করছেন। কলিয়াবরের নাম-কামাখ্যা গ্রামে বুনো হাতির চলমান তাণ্ডবে গ্রামবাসীদের মধ্যে ব্যাপক আতঙ্ক সৃষ্টি করেছে। তাঁরা তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রশাসন এবং নন দফতরের কাছে অবিলম্বে ব্যবস্থা নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।

ধৈর্য ধরে দেখুন কী হতে চলেছে, একই উড়ানে তেজস্বী-নীতীশের দিল্লি যাত্রা নিয়ে ইঙ্গিতপূর্ণ জবাব লালু-পুত্রের

নয়াদিল্লি, ৫ জুন (হি. স.): একদা ইন্ডি জেটের পুরোধা নীতীশ কুমার ভোটারের আগেই শরিক বদলে যোগ দিয়েছিলেন এনডিএ-তে। ভোট মৌটার পর ইন্ডি জেটের বিপুল সাফল্যে রহস্যজনক গতিবিধি দেখা গেল নীতীশ কুমারের। ফলাফল প্রকাশ্যে আসার পর বুধবারই আরজেডি-র শীর্ষ নেতা তেজস্বী যাদবের সঙ্গে একই বিমানে দিল্লি সফর করলেন বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ। তাঁর এই সফরের কথা প্রকাশ্যে আসার পর স্বাভাবিকভাবেই অন্য সম্ভাবনা দেখছে রাজনৈতিক মহল। প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে, তবে কি অন্ধ

রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ প্রধানমন্ত্রীর, মন্ত্রিসভা-সহ মোদীর পদত্যাগ গৃহীত

নয়াদিল্লি, ৫ জুন (হি.স.): রাষ্ট্রপতি ভবনে গিয়ে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর সঙ্গে দেখা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বুধবার রাষ্ট্রপতির কাছে ইস্তফা পত্র জমা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী, সেই পদত্যাগপত্র গৃহীত হয়েছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সদস্যদের পদত্যাগপত্রও গৃহীত হয়েছে। নরেন্দ্র মোদী এবং মন্ত্রিসভাকে নতুন সরকার দায়িত্ব গ্রহণ না করা পর্যন্ত দায়িত্ব চালিয়ে যাওয়ার অনুরোধ করেছেন রাষ্ট্রপতি মুর্মু। কেন্দ্রে নতুন সরকার গঠনের তোড়জোড় শুরু হয়ে গিয়েছে। বুধবার সকালেই ৯ লোক কল্যাণ মার্গে বৈঠকে বসে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা। সেই বৈঠকে সপ্তদশ লোকসভা ভেঙে দেওয়ার সুপারিশ করা হয়। শোনা যাচ্ছে, ৮ জুন ফের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেবেন নরেন্দ্র মোদী। এরপর রাষ্ট্রপতি ভবনে গিয়ে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর সঙ্গে দেখা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

লখনউয়ের মানুষকে ধন্যবাদ জানালেন রাজনাথ সিং

লখনউ, ৫ জুন (হি. স.): লোকসভা নির্বাচনে লখনউ আসন থেকে তৃতীয়বারের মতো জয়ী বিজেপির বরিশত নেতা রাজনাথ সিং। তিনি লখনউয়ের মানুষকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। তিনি এক-এ লিখেছেন যে লখনউয়ের মানুষ আমাকে টানা তৃতীয়বারের মতো লোকসভায় প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ দিয়েছে। এর জন্য আমি আমার হৃদয়ের অন্তস্থল থেকে লখনউয়ের সমস্ত মানুষকে ধন্যবাদ জানাই। নিজের অনুভূতি ব্যক্ত করে রাজনাথ সিং বলেন, এই প্রচলিত গরম যারা কঠোর পরিশ্রম করেছেন আমি তাদের প্রতি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

‘ইগো’ ছাড়ুন, অধীরকে ‘পরামর্শ’ নওশাদের

কলকাতা, ৫ জুন (হি. স.): লোকসভা ভোটে অধীরের হারে কিছুটা আক্ষেপের সুর ভাঙড়ের আইএসএফ বিধায়কের গলায়। অধীরের হার প্রসঙ্গে নওশাদ বলেন, “আমার খারাপ লাগছে। ভূগমূলের দুর্নীতির বিরুদ্ধে যে কষ্টগুলি ছিল, তার মধ্যে একটি কষ্ট হতে কমে যাবে।” প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতিক ‘ইগো’ ও ‘ওঙ্কতা’ বিসর্জন দিয়ে পরবর্তী বিধানসভা ভোটে ভূগমূল-বিজেপিকে আটকানোর রু-প্রিন্ট তৈরির পরামর্শ দেন আইএসএফ চেয়ারম্যান। নওশাদ বলেন, অধীরবাবুর যে ইগো আছে সেটা বিসর্জন দেওয়া দরকার। ২০২৬ সালের বিধানসভা ভোটে ভূগমূল ও বিজেপিকে কীভাবে পরাস্ত করা যায়, তার রূপরেখা এখন থেকে প্রস্তুত করুন। উল্লেখ্য, এবারের লোকসভা ভোটে বহরমপুর থেকে পরাস্ত হয়েছেন অধীর চৌধুরী। টানা পাঁচ বারের সাংসদ তথা কংগ্রেস সভাপতিক পরাস্ত করেছেন ভূগমূলের তারকা প্রার্থী ইউসুফ পাঠান। প্রসঙ্গত, এর আগে অধীরবাবু বলেছিলেন ভোটে হারলে তিনি রাজনীতি ছেড়ে দেবেন।

যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে খেলার আগে দুঃসংবাদ পেল পাকিস্তান

নিউইয়র্ক, ৫ জুন (হি. স.): বৃহস্পতিবার যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিশ্বকাপের ম্যাচ খেলার আগে পাকিস্তান পেল দুঃসংবাদ। প্রথম ম্যাচে পাকিস্তান পাচ্ছে না অলরাউন্ডার ইমাদ ওয়াসিমকে। পাজরের চোটের কারণে পাকিস্তানের প্রথম ম্যাচে নেই ইমাদ। তাঁকে বিশ্রামে থাকার পরামর্শ দিয়েছে পাকিস্তানের মেডিকেল বিভাগ। পাকিস্তান অধিনায়ক বাবর আজম বলেছেন, ইমাদ ওয়াসিম পাজরের চোটে ভুগছেন। তার মানে আমাদের প্রথম ম্যাচে সে খেলতে পারবেন না। উল্লেখ্য আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে গত বছরের নভেম্বরে অবসরের ঘোষণা করেছিলেন। তবে পিসিবির অনুরোধে অবসর ভেঙে ফিরেছেন চলতি বছরের মার্চে।

নির্বাচনী পরাজয় একটি সম্মিলিত দায় : একনাথ শিন্ডে

মুম্বই, ৫ জুন (হি.স.): নির্বাচনী পরাজয় একটি সম্মিলিত দায়। মহারাষ্ট্রে বিজেপি ও এনডিএ শিবিরের খারাপ ফলাফলের প্রেক্ষিতে বললেন মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডে। মহারাষ্ট্রের উপ-মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়ণবীশ মহারাষ্ট্র সরকার থেকে অব্যাহতি চাওয়ার প্রস্তাবের বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডে বলেছেন, নির্বাচনী পরাজয় একটি সম্মিলিত দায়। নির্বাচনে তিনটি দলই একসঙ্গে কাজ করেছিল। ভোটারের হার দেখলে বোঝা যাবে, মহাযুতি মুম্বইয়ে দুই লক্ষেরও বেশি ভোট পেয়েছে। পরাজয়ের কারণগুলি সততার সঙ্গে পর্যালোচনা করা হবে। মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডে আরও বলেছেন, ‘গত দুই বছরে সরকার রাজ্যে অনেক সৌখিন সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আমি শীঘ্রই দেবেন্দ্রসিঙির সাথে কথা বলব। আমরা অতীতে একসঙ্গে কাজ করেছি এবং ভবিষ্যতেও কাজ করে যাবো। আমরা সম্মিলিতভাবে বিরোধীদের মিথ্যা দাবিগুলি মোকাবিলা করতে ব্যর্থ হয়েছি।’

লাভা থেকে কালিম্পংগামী রাস্তায়

ভয়াবহ দুর্ঘটনা, মৃত ৩ মিলিগুড়ি, ৫ জুন (হি. স.): লাভা থেকে কালিম্পংগামী রাস্তায় ভয়াবহ দুর্ঘটনা। রাস্তা থেকে ৫০০ ফুট নীচে খাদে পড়ল একটি গাড়ি। ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার গভীর রাতে। এই ঘটনায় ঘটনাস্থলেই তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। জানা গিয়েছে, মৃতদের নাম নীতেশ চেত্রী, বিনোদ চেত্রী এবং ১০ মাসের কন্যাসন্তান। এঁদের মধ্যে নীতেশ গাড়িচালক। বিনোদ ও তাঁর মেয়ের মৃত্যু হয়েছে।

বৃহস্পতিবার প্রকাশিত হবে পশ্চিমবঙ্গ জয়েন্ট এন্ট্রাস পরীক্ষার ফলাফল

কলকাতা, ৫ জুন (হি. স.): বৃহস্পতিবার পশ্চিমবঙ্গ জয়েন্ট এন্ট্রাস পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হবে। ওয়েস্ট বেঙ্গল জয়েন্ট এন্ট্রাস এগজামিনেশন বোর্ডের তরফে জানানো হয়েছে, ৬ জুন বৃহস্পতিবার দুপুর আড়াইটে নাগাদ ফলাফল প্রকাশ করা হবে। ওই দিনই সাংবাদিক বৈঠকে র‍্যারঙ্ক কার্ড প্রকাশ করা হবে। পরীক্ষার্থীরা

বিকেল চারটে থেকে সন্ধ্যা সন্ধ্যা সন্ধ্যা সন্ধ্যা সন্ধ্যা থেকে ফলাফল দেখতে পারবেন। বোর্ডের তরফে আরও জানানো হয়েছে, পরীক্ষার মূল্যায়নের শেষে প্রথম দশজনের মেধাতালিকা প্রকাশ করবে বোর্ড। বোর্ডের রেজিস্টার বিবেচনা কর জানানো এবার পরীক্ষার ফলাফল আরও

আগেই প্রকাশ করা হত। তবে নির্বাচন এবং অন্যান্য সর্বভারতীয় পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হবে বলে জয়েন্টের ফল দেহিতে প্রকাশ করা হল। প্রসঙ্গত, ২৮ এপ্রিল রাজ্য জয়েন্ট এন্ট্রাস পরীক্ষা হয়েছিল। এবার পরীক্ষা শেষ হওয়ার ৩৮ দিনের মাথায় ফলাফল প্রকাশ করা হল। চলতি বছর ১,৪২,৬৯৪ জন পরীক্ষা দিয়েছিলেন।

মণিপুরে নবনির্বাচিত দুই কংগ্রেস সাংসদকে সংবর্ধনা ইন্ডি জেটের, শান্তি ও ঐক্যবদ্ধ রাজ্য গঠনের অঙ্গীকার

ইমফল, ৫ জুন (হি.স.): মণিপুরে কংগ্রেসের নবনির্বাচিত দুই সাংসদকে অভিনন্দন ও সংবর্ধনা জানিয়েছেন ‘ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্টাল ইনস্টিটিউট অফ অ্যালায়েন্স (আইএনডিআইএ) রুকের সদস্যরা। আজ বুধবার ইমফলে দলের প্রদেশ দফতর কংগ্রেস ভবনে ইন্ডি জেটসিরিকের সদস্যরা জমায়েত হয়ে নবনির্বাচিত দুই সাংসদ যথাক্রমে ১ নম্বর ইনার মণিপুর থেকে নির্বাচিত ড. আন্দামচা বিমল আকোইজাম এবং ২ নম্বর আউটার মণিপুর থেকে নির্বাচিত আলফ্রেড কামাগাম এস আর্থারকে উষ্ণ সংবর্ধনা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন। অভিনন্দন জাপন উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে কংগ্রেসের নবনির্বাচিত দুই সাংসদ ড. আন্দামচা বিমল আকোইজাম এবং আলফ্রেড কামাগাম এস আর্থার মণিপুরে শান্তি ফিরিয়ে আনার পাশাপাশি অবিশ্বাস, বিভেদ দূর করে জনসাধারণের মধ্যে ঐক্য

ফিরিয়ে আনার অঙ্গীকার করেছেন। ড. আকোইজাম ও আর্থার, দুজনেই তাঁদের সমর্থক সহ রাজ্যবাসীকে আশ্বস্ত করেছেন, তাঁরা মণিপুরের স্থিতিশীলতা এবং উন্নয়নের প্রতি ইন্ডি রুকের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত করবেন। রাজ্যে সংহতি ও সশস্ত্রিত উন্নীত করতে নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করবেন। অনুষ্ঠানে বক্তৃতা পেশ করতে গিয়ে রাজ্য বিধানসভায় বিরোধী দলনেতা ওকরাম ইবোবি সিং সদস্যসমূহ সাংসদ নির্বাচনে জনগণ যে রায় দিয়েছেন তার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। তিনি বলেন, ‘এই জয় দেখিয়েছে, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় অর্থ এবং পেশী শক্তি কাজ করে না।’ বলেন, ‘ভারতের গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যের পরিপন্থী একনায়কতন্ত্র কায়েমের চেষ্টা করছে বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকার।’ মণিপুরের মতো ছোট রাজ্যের সাংসদদের সক্রিয় অংশগ্রহণের গুরুত্বের ওপর জোর দিয়ে

বলেছেন, ‘আমাদের গণতন্ত্রে প্রত্যেক সাংসদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। সাংসদে অনুকরণ কাজে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আনতে পারেন একেকজন সাংসদ।’ তিনি সময়মতো পঞ্চায়তরাজ এবং পূর্ব নির্বাচন না করানোর জন্য মণিপুর সরকারের সমালোচনা করে বিজেপির বিরুদ্ধে সংবিধানকে অবমূল্যায়ন করা হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন। মণিপুর প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি কেশাম মেঘচন্দ্র বিরোধীদের কাছ থেকে দুটি সংসদীয় আসনে জয়লাভ করার তাৎপর্য তুলে ধরিয়েছেন। তিনি বলেন, উভয় প্রার্থী ড. আন্দামচা বিমল এবং আলফ্রেড কামাগাম আর্থার জনগণের আহ্বার প্রতিকূলন ঘটিয়ে বিজেপি ভোটে জয়ী হয়েছেন। কেশাম মেঘচন্দ্রের অঙ্গীকার, কংগ্রেস রাজ্যে শান্তি ও জনকল্যাণকে অগ্রাধিকার দিয়ে দলের প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে অগ্রসর পরিশ্রম করবে।

কেজরিওয়ালের অন্তর্বর্তী জামিন অর্জি নামঞ্জুর, ১৯

জুন পর্যন্ত বিচারবিভাগীয় হেফাজত

নয়াদিল্লি, ৫ জুন (হি.স.): দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী তথা আম আদমি পার্টির প্রধান অরবিন্দ কেজরিওয়ালের অন্তর্বর্তী জামিনের আবেদন খারিজ করে দিল দিল্লির রাউস অ্যাডভিউ আদালত। অন্তর্বর্তী জামিনের আবেদন খারিজ করে কেজরিওয়ালকে আগামী ১৯ জুন পর্যন্ত বিচারবিভাগীয় হেফাজতে

পাঠিয়েছে দিল্লির এই আদালত। আবেদন দুর্নীতি মামলায় এই মুহূর্তে তিহাড় জেলে রয়েছে কেজরিওয়াল। শারীরিক অসুস্থতা সংক্রান্ত কারণে ৭ দিনের জন্য অন্তর্বর্তী জামিনের আবেদন জানিয়েছিলেন কেজরিওয়াল।

অ্যাডভিউ আদালত। তবে, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় মেডিকেল টেস্ট করার নির্দেশ দিয়েছে আদালত। এরপরই দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী তথা এএপি-র ধার্তীয় আহ্বায়ক অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে আগামী ১৯ জুন পর্যন্ত বিচারবিভাগীয় হেফাজতে পাঠিয়েছে আদালত। কেজরিবে একদিন ভাড়াওয়ালি আদালতে পেশ করা হয়।

বিশ্ব পরিবেশ দিবসে সবুজ বাঁচানোর আবেদন জানিয়ে কবিতা লিখলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ৫ জুন (হি. স.): বিশ্ব পরিবেশ দিবসে সবুজ বাঁচানোর আবেদন জানিয়ে এন্ড হ্যাভেন্ডে কবিতা লিখলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার সকালে নিজের এন্ড হ্যাভেন্ডে সবুজ বাঁচানো ও গাছ লাগানোর আহ্বান জানিয়ে তৃণমূল

সুপ্রিমো লেখেন, ‘সবুজের সমারোহে ভরে উঠুক ধরিত্রী। সবুজই আমাদের প্রেরণা। সবুজই আমাদের মুখামন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আমাদের লক্ষ্য সবুজ পৃথিবী, সুন্দর পৃথিবী।’

পড়েছে অস্বাভাবিক গরম। একমাত্র বৃক্ষরোপণ করলেই এই সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব। আর সেই কারণেই বৃক্ষরোপণের আহ্বান জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। আদ্যদিকে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও ‘মায়ের নামে একটি বৃক্ষ’ কর্মসূচি চালু করেছেন।

মহারাষ্ট্রের উপমুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে ইস্তফার ইচ্ছা প্রকাশ দেবেন্দ্র ফড়ণবীশের

মুম্বই, ৫ জুন (হি. স.): বুধবার দেবেন্দ্র ফড়ণবীশ মহারাষ্ট্রের উপমুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে ইস্তফা দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। জানা গেছে, সংগঠনকে কীভাবে আরও জোরদার করা যায়, এবার সেই চেষ্টাই করবেন ফড়ণবীশ।

উল্লেখ্য, ৪ জুন লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল হলে দেখা যায় মহারাষ্ট্রে বিজেপি গণতারের তুলনায় বেশ খারাপ ফল করেছে। মহারাষ্ট্রে ২০১৯ সালে বিজেপি যেখানে ১৩টি আসন পায়, এবার তা কমে নেমে এসেছে ৯-এ।

সুত্রের খবর, দলের খারাপ ফলের দায় নিচ্ছে ফড়ণবীশ ইচ্ছা করেন বলে জানা। এ বিষয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করে ফড়ণবীশ জানান, দলের সংগঠনের কাজ করতে চান তিনি। সংগঠনকে ঐক্যবদ্ধ আরও জোরদার করা যায়, সেই চেষ্টাই করবেন বলে জানান ফড়ণবীশ।

শীঘ্রই প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেবেন মোদীজি : রবিশঙ্কর প্রসাদ

নয়াদিল্লি, ৫ মে (হি.স.): শীঘ্রই প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেবেন মোদীজি। আশা ব্যক্ত করলেন বিজেপি এনারের প্রসাদ। এবারের লোকসভা নির্বাচনে পাটনা সাহিব আসন থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন রবিশঙ্কর প্রসাদ। এই আসনে তিনি জয়লাভও করেছেন।

রবিশঙ্কর প্রসাদ এদিন দিল্লিতে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেছেন, ‘আমাকে আশীর্বাদ করার জন্য আমি পাটনা সাহিবের জনগণকে ধন্যবাদ জানাই। নরেন্দ্র মোদীজি শীঘ্রই প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেবেন।’ বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার ও তেজস্বী যাদব এক বিমানে দিল্লি যাওয়া

নিয়ে শুরু হয়েছিল রাজনৈতিক সমালোচনা। এ প্রসঙ্গে রবিশঙ্কর প্রসাদকে প্রশ্ন করা হলে, তিনি বলেন, নীতেশ কুমার এবং চন্দ্রাবাবু নাইডু নিজেদের অবস্থান পরিষ্কার করেছেন। এই দুই নেতা এনডিএ-র সঙ্গে থাকবেন বলেই আশা ব্যক্ত করেছেন রবিশঙ্কর প্রসাদ।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

ফোড়ন থেকে চুলের যত্ন নানা কাজে আসে কারিপাতা

দক্ষিণ ভারতীয় রান্নায় অপরিহার্য উপকরণ কারিপাতা এখন বাংলার রান্নাঘরেও চিড়ে হোক বা নোনতা সুজি, কিংবা স্বাদ বদলে অন্য রকম মুরগির মাংসের রান্নাতেও বাঙালি ফোড়নে জুড়ছে কারিপাতা। তাতে স্বাদে ভিন্ন একটা গন্ধ আসে। এ ছাড়া কারিপাতার খাদ্যগুণও কিন্তু প্রবল। কারিপাতায় ক্যালশিয়াম, আয়রনের পাশাপাশি বিভিন্ন ভিটামিন থাকে।



তোলায় ক্ষেত্রে বেশ কিছু সমস্যা আসে। সেই সমস্যার সমাধান করতে পারলেই হাতের কাছে মিলবে কারিপাতা।

১. সময়- প্রথমত, কারিপাতা গাছ বড় হতে দীর্ঘ কয়েক বছর সময় লাগে। তাতে ধৈর্যের প্রয়োজন।
২. জায়গা বেশি লাগে- কারিপাতা গাছ বেশ বড় হয়। ১৫ ফুট পর্যন্ত লম্বা হতে পারে। ফলে, এই গাছের বেড়ে ওঠার জন্য অনেকটা জায়গা দরকার হয়।
৩. ঘরের ভিতরে বৃদ্ধিতে অসুবিধা- কারিপাতা গাছের বেড়ে ওঠার জন্য গরম ও

কারিপাতা গাছের জল নিষ্কাশন যদি সঠিক ভাবে না হয়, ঠিক মতো আলো-হাওয়া যদি না পায়, তা হলে গাছে ছত্রাক আক্রান্ত হতে পারে। ৭. ঠান্ডায় বাড়তে সমস্যা- এই গাছের জন্য বেশি ঠান্ডা আবহাওয়া ক্ষতিকর। অতিরিক্ত ঠান্ডায় এই গাছের বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে যেতে পারে। মাথায় রাখতে হবে- যে হেতু এই গাছ গরম ও আর্দ্র আবহাওয়ায় ভাল বাড়ে, তাই সেই ব্যাপারটি মাথায় রাখা খুব জরুরি। ঘরে গাছ করার চেষ্টা করলেও গাছ যাতে পর্যাপ্ত আলো-হাওয়া ও বেড়ে ওঠার জায়গা পায় তা নিশ্চিত করতে হবে। টবে বসালে তা যেন আকারে বড় হয় সেটি যেন খেয়াল রাখতে হবে, তেমনিই গাছের ভাল ভাবে বেড়ে ওঠার জন্য সময় মতো অতিরিক্ত ভালপালা ছেঁটে দিতে হবে। একই সঙ্গে দেখতে হবে গাছের গোড়ায় যেন জল না বসে। কারিপাতার গন্ধ ভাল ভাবে পেতে হলে বেশি পাকা পাতা ব্যবহার না করাই ভাল।

ডায়েটে রাখতে পারেন রাগি, মেদ ঝরবে, কোলেস্টেরলও কমবে

এখনকার ডায়েটে ওট, ডালিয়া, কিনোয়ার খুব চল। কিন্তু জানেন কি আমাদের দেশেই রয়েছে এমন দানাশস্য, যা পুষ্টিগুণে টেক্সা দিতে পারে বাকি সকলকে? সেই কবে থেকেই আমাদের দেশের বিভিন্ন রাজ্যে জোয়ার, বাজরা, মিলেট বা রাগি খাওয়ার চল রয়েছে।



পুষ্টিবিদেরা বলেন, আটা বা ময়দার রুটি, লুচিতে অঞ্চল হয় অনেকের। সে ক্ষেত্রে জোয়ার বা রাগির তৈরি রুটির কোনও তুলনাই নেই। আবার রক্ত ওজন ঝরতে, কোলেস্টেরল কমাতে চান যারা, তাঁদের জন্যও খুবই উপকারী হতে পারে রাগি। ডায়াবিটিসের রোগীরাও নিশ্চিত খেতে পারেন। গ্লুটেনজনিত অ্যালার্জির সমস্যা থাকলে গমজাত কোনও খাবারই খাওয়া যায় না। সে দিক থেকেও রাগি নিরাপদ। রাগির আটায় গ্লুটেন নেই। তাই হার্ট থেকে পেট সব কিছুই সমস্যা নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে রাগি।

কেন রাগি খাবেন? রাগিতে থাকা ম্যাগনেশিয়াম এবং পটাশিয়াম হার্টের স্বাস্থ্য ভাল রাখতে সাহায্য করে। এ ছাড়াও, রাগিতে থাকা বিভিন্ন প্রয়োজনীয় খনিজ লিভারে ফ্যাট জমতে বাধা দেয়। ফলে রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রাও ঠিক থাকে। রাগিতে প্রচুর ফাইবার থাকে। পুষ্টিবিদের মতে, রাগিতে “আনস্যাচুরেটেড ফ্যাট” নেই বললেই চলে। তাই রাগি খেলে শরীরে বাড়তি মেদ জমার কোনও সম্ভাবনাই থাকে না। কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা থাকলেও রাগি খাওয়ার পরামর্শ দেন চিকিৎসকেরা। নিয়মিত রাগি খেলে ডায়াবিটিসে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি অনেকটাই কমে। রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে থাকে। সাধারণত দুধ বা দুগ্ধজাত খাবারকেই ক্যালশিয়ামের প্রধান উৎস বলে মনে করা হয়। তবে পুষ্টিবিদেরা বলছেন, রাগিতেও যথেষ্ট পরিমাণ ক্যালশিয়াম থাকে। তাই দুধ সহ্য হয় না যাদের, তাঁরা রাগি দিয়ে তৈরি খাবার খেতেই পারেন। কী ভাবে খাবেন রাগি রাগির আটা দিয়ে রুটি বা চাপাটি খেতে পারেন। রাগির খিচুড়ি খাওয়া যায়। রাগি দিয়ে উপমাও বানানো যায়। রাগির দোসা, স্যালাডও খেতে পারেন। স্বাদ বদলাতে রাগির পোলাও বানিয়েও খাওয়া যায়।

চুলের যত্ন নিয়েও ঝরছে?

চুলের সমস্যা নিয়ে অনেকেই নাজেহাল। চুল ঝরা থেকে খুশকি সারা বছরই নানা সমস্যায় জর্জরিত থাকেন অনেকেই। সে সব সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে অনেকেই নানা প্রসাধনী ব্যবহার করেন। কিন্তু তাতে লাভ বিশেষ কিছু হয় না। কারণ চুলের যত্ন নিতে শুধু প্রসাধনী ব্যবহার করলেই চলবে না। কিছু ভুলও এড়িয়ে চলতে হবে।



চুলের খেয়াল রাখতে কোন ভুলগুলি করবেন না? ১) অনেকেই আছেন, যারা রাতে ঘুমোবার আগে চুলে বিনুনি করে

শ্যাম্পু করলে ব্যস্ততার মধ্যে ভেজা চুল বেঁধেই চলে যান? তা হলে আপনি অজান্তেই ক্ষতি করছেন চুলের। তাই বেরোবার আগে চুল শুকিয়ে নিন। খুব তাড়া থাকলে মারোমাঝে চুল শুকানোর যত্ন দিয়েও শুকিয়ে নিতে পারেন চুল। ৩) কোথাও বেরোবার আগে তাড়াতাড়ির সময় চুল নিয়ে কী করবেন বুঝতে না পেরে শক্ত একটি রুটি করে বেরিয়ে যান। এতে মাথার দ্বকের উপর চাপ পড়ে। চুলের ফলিকুল ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এ ভাবে চুল ঝাঁপার ফলে অনেক সময় চুল ঝরে পড়ে।

ডালের জলের উপকারিতা

গরম ভাতের সঙ্গে এক বাটি ডাল থাকবে না তা কী করে হয়? ডাল নামক পদটির আলাদা কোনও অস্তিত্ব নেই অনেকের কাছেই। ডাল-ভাত, ডাল-রুটি যেন আসলে একটিই খাবার। তবে, ডাল খেলে অনেকেরই পেটে গ্যাস হয়, পেট ফাঁপে। তাই বলে ডাল না খেলেও তো চলবে না। ডাল হল উদ্ভিজ্জ প্রোটিনের উৎস। তা ছাড়াও ডালের মধ্যে রয়েছে ক্যালশিয়াম, পটাশিয়াম, ফোলেট, আয়রনের মতো

জরুরি বেশ কিছু খনিজ। কিন্তু ডাল যদি খেতে না পারেন তা হলে কী হবে? পুষ্টিবিদেরা বলছেন, ডাল খেতে না পারলে ডালের জল খেতে পারেন। ডালের জলও ডালের মতোই পুষ্টিকর। কী ভাবে ডালের জল তৈরি করবেন? মুগ হোক বা মুসুর ডাল, প্রথমে জল দিয়ে তা ভাল করে ধুয়ে, ডিজিয়ে রাখুন। তার পর প্রেশার কুকারে জল, ডিজিয়ে রাখা ডাল, নুন এবং সামান্য হলুদ দিয়ে

অনেকেই রান্নায় ডালের জল ব্যবহার করেন। রুটি বা পরোটার ময়দা মাখতে, বেকিংয়েও ডালের জল ব্যবহার করা যায়। দুধ, ফলের রসের মতো বোতলে ডালের জল ভরেও শিশুদের খাওয়ানো যেতে পারে। তবে, তার আগে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে। গাছের সার হিসেবেও ডালের জল কাজের। তবে, সেই ডালের জলে কিন্তু কোনও মশলা দেওয়া যাবে না।

চিরপরিচিত আদাই কমাতে ওজন

আদা। রোজের রান্নায় ব্যবহার হওয়া আদা যে ওজন কমাতেও সাহায্য করে, তা জানেন কি! ওজন কমাতে ও সুস্থ থাকতে নিয়মিত শরীরচর্চা যেমন জরুরি, তেমনিই গুরুত্বপূর্ণ, তেল-মশালাদার খাওয়ার বর্জন করা। পুষ্টিগুণ সম্পন্ন স্বাস্থ্যকর খাদ্যভিত্তিক ও পরিমিত খাওয়ার ওজন কমাতে সাহায্য করে। এর সঙ্গেই যদি আদার বিশেষ পানীয় সকালবেলাতেই এক কাপ খেয়ে নেওয়া যায়, তা হলে কাজ হবে দ্রুত।

ওজন কমাতে আদার গুরুত্ব- আদা বিপাকহার বাড়তে সাহায্য করে। তা বাড়ানোই দ্রুত ক্যালোরি ক্ষয়, যা আদাতে ওজন কমাতে সাহায্য করে। আদায় থাকা উপকরণ খাবার হজমেও সাহায্য করে, যার ফলে পেট ফেলার মতো সমস্যায় কমানো যায়। কী ভাবে কখন খাবেন আদার জল? এক কাপ ফুটন্ত জলে বেশ কিছুটা আদা থেঁতো করে দিয়ে সেই জল ফোটাতে হবে আরও ১০ মিনিট। ফোটাতে একটা ঠান্ডা হলে তার মধ্যে একটি পাতিলেবুর রস ও এক চামচ মধু মিশিয়ে বানিয়ে নিতে হবে বিশেষ পানীয়। এই পানীয়ই ওজন কমাতে দ্রুত। প্রতিদিন সকালে খালি পেটে হালকা গরম অবস্থায় আদার এই পানীয় পান করলে কাজ হবে ভাল। সারা দিনে একাধিক বারও পান করা যায়। ওজন কমাতে পাতিলেবুর রসেরও বিশেষ ভূমিকা থাকে। এতে থাকা ভিটামিন ই রোগ প্রতিরোধেও সাহায্য করে। আদা-পানীয়ের অন্য



ওগু শুধু মেটাভিলজম বাড়িয়ে ওজন কমাতে সাহায্য করাই নয়, এই পানীয় হজমে সহায়তা করে, গা-বমি ভাব কমাতে, পেটে ফাঁপা বা পেটের অস্বস্তি কমাতে সাহায্য করে। আদায় থাকা অ্যান্টি-অক্সিড্যান্ট রোগ প্রতিরোধেও সাহায্য করে। ক্যান্সি কমাতেও আদার এই পানীয় উপকারী। কতটা পান করা উচিত আদার পানীয় উপকারী বলেই তা কিন্তু দিনভর বার বার খাওয়া যাবে না। বড় জোর দু'বার। কারণ, কোনও জিনিসই অতিরিক্ত খাওয়া উচিত নয়। অতিরিক্ত আদার পানীয় শরীর বেশি গরম করে দিতে পারে। বুক জ্বালা, পেটে অস্বস্তি তৈরি করতে পারে।

পায়ে ব্যথা নয়, আর কোন লক্ষণগুলি দেখে বুঝবেন, ইউরিক অ্যাসিডে আক্রান্ত?

পায়ে ব্যথায় চলাফেরা বন্ধ অনেকেরই। এই ব্যথার কারণ যে সব সময় বাত, তা কিন্তু নয়। উচ্চ মাত্রায় ইউরিক অ্যাসিড জমার এই সমস্যাকে চিকিৎসা পরিভাষায় বলা হয় “হাইপারইউরিসেমিয়া”। আর ইউরিক অ্যাসিড বাড়লেই হাড়ের ব্যথা অনিবার্য। যাদের উচ্চ রক্তচাপের সমস্যা রয়েছে, যাদের রক্তে শর্করার মাত্রা বেশি, ওজন বেশি হলে, খাইরয়েডের সমস্যা থাকলে কিন্তু ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা বেড়ে যাওয়ার ঝুঁকি থাকে। যারা নিয়মিত মদ্যপান করেন, তাঁদের রক্তেও ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা বেড়ে যেতে পারে। মূলত হাড় ও কিউনিন উপরেই ইউরিক



অ্যাসিড বেশি প্রভাব ফেলে। খাওয়া-দাওয়ায় একটু রাশ চানলেই এই সমস্যা এড়াতে সম্ভব। তবে ইউরিক অ্যাসিড বৃদ্ধির উপসর্গ সম্পর্কে অনেকেই ভেমন কোনও ধারণা নেই। এই রোগে আক্রান্ত হয়েছেন কি না, কী করে

পারে এই রোগের কারণে। তাই আপনার সঙ্গেও এমনটা ঘটলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। ২) শরীরে ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা বাড়লে পিঠের নীচের দিকে, তলপেটে কিংবা কঁচকিতে ব্যথা হতে পারে। তাই এমন উপসর্গ দেখলেও সতর্ক হন। ৩) শরীরে ইউরিক অ্যাসিড বাড়লে বার বার প্রস্রাব পাওয়ার সমস্যা দেখা দেয়। কারণ কিউনিন চায় শরীরে থাকা অতিরিক্ত ইউরিক অ্যাসিডকে বার করে দিতে। তবে প্রস্রাবের আধিক্য ছাড়াও শরীরে ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা বেড়ে গেলে প্রস্রাবের সঙ্গে হতে পারে রক্তপাতও। এ ছাড়া, হতে পারে ইউটিআই বা ইউরিনারি ট্রাস্ট ইনকম্পেন্সন।

জবা ফুলের গুণেই পাতলা চুল ঘন হবে

চুল ঝরা, পাতলা হয়ে যাওয়া, খুশকি, পাকা চুলের সমস্যায় নাজেহাল অনেকেই। চুলের নানা সমস্যা থেকে দূরে থাকতে অনেকেই বাজারচলিত নানা প্রসাধনী ব্যবহার করেন। তাতে সাময়িক সুফল পাওয়া গেলেও দীর্ঘস্থায়ী লাভ হয় না। বরং প্রসাধনীতে থাকা রাসায়নিক চুলের আরও বেশি ক্ষতি করে। চিকিৎসকেরা বলছেন, চুলের স্বাস্থ্য ভাল রাখতে চুলকে পুষ্টি দেওয়াটা খুব জরুরি।

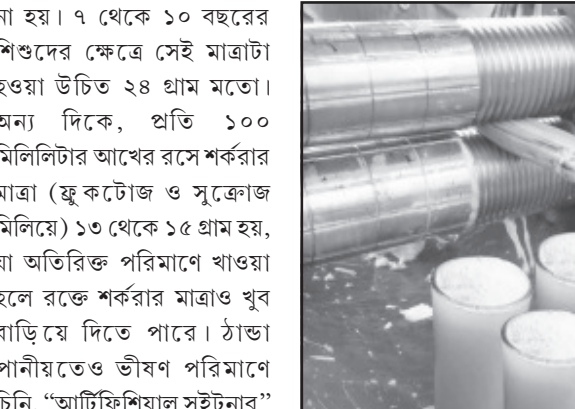


তবেই চুলের গোছ ঘন হবে, চুল লম্বাও হবে। চুলের ডগা ফাঁটার মতো সমস্যাও কমাতে। প্রাকৃতিক ভাবে যদি চুলের জেঞ্জা বাড়তে চান, তা হলে ভরসা রাখতে পারেন জবা ফুলে। জবার তেলেই চুল ঘন হবে ঘন, কালো, মসৃণ। কেশচর্চায় কী ভাবে ব্যবহার করবেন জবা ফুল? চুলের জন্য কেন ভাল জবা ফুল?

করে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিন। এ বার মিশ্রিত পেস্ট বানিয়ে নিন। তার পর আলো ভেড়ার পাতটা ভাল করে ধুয়ে মাঝ বরাবর চিরে ভিতরের জেলটা চামচ দিয়ে বার করে নিন। একটা পাত্রে ফুলের পেস্টের সঙ্গে আলো ভেড়ার জেলটা মিশিয়ে নিন। এটি চামচ দিয়ে নেড়ে মিহি একটা মিশ্রণ তৈরি করবেন। ভিটামিন ই ক্যাপসুল ভেঙে ভিতরের তেলটা ওই মিশ্রণে মিশিয়ে নিন। তৈরি হয়ে গেল হেয়ার প্যাক। এই প্যাক অল্প অল্প করে হাতে নিয়ে ভাল করে চুলে লাগিয়ে নিন। চুলের গোড়া থেকে ডগায়, ম্যাসাজ করুন। এই ভাবে অধ ঘণ্টা মতো রেখে শ্যাম্পু করে নিন। কম রাসায়নিক আছে, এমন শ্যাম্পুই ব্যবহার করবেন। এ ক্ষেত্রে প্রণালী- জবা ফুলগুলি খুব ভাল ভেজা শ্যাম্পু ব্যবহার করাই ভাল।

অতিরিক্ত আখের রস খাওয়ায় সতর্কবার্তা

গ্রীষ্মের কোনও তপ্ত দুপুরে যদি জল আর আখের রস বা কোনও ঠান্ডা পানীয়ের মধ্যে পছন্দ করতে করতে বলা হয়, তবে অনুমান করা যায় যে অধিকাংশ মানুষই বেছে নেবেন আখের রস বা ঠান্ডা পানীয়কে। তবে “ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব মেডিক্যাল রিসার্চ” (আইসিএমআর) ও ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব নিউট্রিশনের (নিউ) যৌথ ভাবে প্রকাশিত একটি নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে যে, আখের রসে শর্করার মাত্রা অতিরিক্ত বেশি থাকে। বেশি পরিমাণে তা খাওয়া হলে গুরুতর রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে।



নির্দেশিকায় বিশেষজ্ঞেরা বলছেন, এক জন প্রাপ্তবয়স্ক সারাদিন যে পরিমাণ খাবার খান, তাতে থাকা শর্করার মাত্রা মিলিয়ে যেন ৩০ গ্রামের বেশি না হয়। ৭ থেকে ১০ বছরের শিশুদের ক্ষেত্রে সেই মাত্রাটা হওয়া উচিত ২৪ গ্রাম মতো। অন্য দিকে, প্রতি ১০০ মিলিলিটার আখের রসে শর্করার মাত্রা (ফ্রুকটোজ ও সুক্রোজ মিলিয়ে) ১৩ থেকে ১৫ গ্রাম হয়, যা অতিরিক্ত পরিমাণে খাওয়া হলে রক্তে শর্করার মাত্রাও খুব বাড়িয়ে দিতে পারে। ঠান্ডা পানীয়তেও ভীষণ পরিমাণে চিনি, “আর্টিফিশিয়াল সুইটনার” অর্থাৎ কৃত্রিম চিনি, কৃত্রিম স্বাদ, ভোজ্য অ্যাসিড থাকে। খুব বেশি মাত্রায় এই সব পানীয় খেলে নানা রকমের শারীরিক রোগ হতে পারে। যেমন, টাইপ ২ ডায়াবেটিস, শরীরে জলের ঘাটতি, ওজন বৃদ্ধি-সহ আরও নানা অসুখ। অতিরিক্ত গরমের মধ্যে যখন এমনই শরীরে জলের ঘাটতি হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে, তখন অতিরিক্ত আখের

রস খাওয়া তা বাড়িয়ে দিতে পারে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞ থেকে চিকিৎসকেরা। আইসিএমআরের তরফে প্রকাশিত নির্দেশিকা থেকে বাদ নেই চা-কফি খাওয়া নিয়ে কিছু উপদেশও। বিশেষজ্ঞেরা জানিয়েছেন, ১৫০ মিলিলিটার কফিতে থাকে ৮০ থেকে ১২০ মিলিগ্রাম ক্যাফেন। চা-এ থাকে ৩০ থেকে ৬৫ মিলিগ্রাম। দিনে

যেহেতু ৩০০ মিলিগ্রামের বেশি ক্যাফেন শরীরে যাওয়া উচিত নয়, তাই অতিরিক্ত চা-কফি খাওয়াও স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল নয়। তাঁদের পরামর্শ, এই সব কিছুই বদলে গোট্টা ফল বা চিনি ছাড়া ফলের রস খাওয়া যায় পরিমিত ভাবে। লেবুর শরবত, ডাবের জলও খাওয়া যায় অতিরিক্ত চা-কফি-আখের রস-ঠান্ডা পানীয়ের জায়গায়।

শনিবার ২৯ জন জয়ী প্রার্থীকে নিয়ে কালীঘাটে বৈঠকে বসবেন মুখ্যমন্ত্রী

কলকাতা, ৫ জুন (হি. স.) : লোকসভা ভোটে বাংলায় ২৯টি আসনে জয়ী হয়েছে শাসকদল তৃণমূল। এবার এই ২৯ জন জয়ী প্রার্থীকে নিয়ে কালীঘাটে বৈঠকে বসবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আগামী শনিবার বিকেলে কালীঘাটে মমতার বাড়িতে এই বৈঠক হতে পারে বলে তৃণমূল সূত্রে খবর। অভিযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় সহ জয়ী সকল প্রার্থীই সেই বৈঠকে থাকবেন বাংলায় ৪২টি আসনের মধ্যে ২০১৯ সালে ২২টি আসন পেয়েছিল তৃণমূল। সংসদে গিয়েছিলেন ২২ জন। এবার সেই সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। তৃণমূল সূত্রে খবর, শনিবারের বৈঠকে দলের এই ফল বিশ্লেষণ করা হতে পারে। জয়ী প্রার্থীদের মধ্যে রাজ্যের একজন মন্ত্রী রয়েছেন। ব্যারাকপুর আসন থেকে ভোটে জিতেছেন রাজ্যের সচমন্ত্রী পার্থ ভৌমিক। এছাড়াও বেশ কয়েকজন বিধায়ক লোকসভায় জয়ী হয়েছেন। সাংসদ পদে থাকতে গেলে বিধায়ক হিসাবে তাঁদের পদত্যাগ করতে হবে। সুতরাং, তাঁদের পরবর্তী পদক্ষেপ কী হতে পারে, তা নিয়ে শনিবারের বৈঠকে আলোচনা করতে পারেন তৃণমূল সুপ্রিয়ো।

আস্থা সামাজিক সংস্থার উদ্যোগে বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদযাপন

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ৫ জুন:উদয়পুরের আস্থা সামাজিক সংস্থার উদ্যোগে বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে ভান্ডারপার চৌমহনী থেকে রমেশস্কুল মাঠ সংলগ্ন স্থানে এক বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। এই বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন উদয়পুর পৌর পরিষদের পৌর পিতা শীতল চন্দ্র মজুমদার, উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী প্রবীর দাস, এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বন দপ্তরের আধিকারিক রামকৃষ্ণ আচার্য। আজকে অনুষ্ঠানের উপস্থিত অতিথিরা কিভাবে পরিবেশকে সুন্দর ও সুরক্ষিত করা যায় তার উল্লেখ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। অতিথিরা তাদের বক্তব্যে এটাও বলেছেন যে আস্থার মতো প্রত্যেকটা সামাজিক সংস্থাকে এই ধরনের বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি হাতে নেওয়ার আহ্বান রেখেছেন। পরিবেশের ভারসাম্য এবং সবুজায়তন বৃদ্ধি করাই আজকের এই বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য বলে জানান সংস্থার সদস্যরা উল্লেখ্য, আস্থা সামাজিক সংস্থা সারা বছরই বিভিন্ন সামাজিক কর্মসূচির সঙ্গে যুক্ত থাকে এবং আগামী দিনেও ওদের এই ধরনের পরিবেশবান্ধব কর্মসূচি জারি থাকবে বলে সংস্থার সদস্যরা জানিয়েছেন।

বোমা উদ্ধার


আউশগ্রাম, ৫ জুন (হি. স.): ভোটগণনা মিটিংতেই গ্রাম সংলগ্ন চাষের জমির সেনানালাতে রাখা জারিকেন থেকে প্রায় ২০টি তাজা বোমা উদ্ধার করল আউশগ্রাম থানার পুলিশ। আউশগ্রাম থানার অভিরামপুর মেঠুয়াপাড়ার ঘটনা। বোমা উদ্ধারের ঘটনায় আতঙ্কিত এলাকার বাসিন্দারা। পুলিশসূত্রে জানা গিয়েছে, বোমাগুলোরোকে নিষ্ক্রিয় করে বম্ব ডিসপোজাল স্কোয়াড।ভোটের ফলপ্রকাশের পর থেকে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অশান্তির খবর আসছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বিরোধী দল, বিশেষ করে বিজেপি কর্মী—সমর্থকদের বাড়ি ভাঙুর, তাঁদের ওপরে হামলার অভিযোগ ওঠে। বর্ধমান থেকে এখনও পর্যন্ত সেভাবে বড় কোনও অশান্তি, হামলার ঘটনা সামনে আসেনি। কিন্তু এই বোমা উদ্ধারের ঘটনা চাঞ্চল্য ছড়ায়।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পঠকদেরকে আরোখ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ

জাগরণ



জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮ আইজিএম : ২৩২-৫৬০৬, টি এম সি : ২৩৭ ০৫০৪ চকুব্যাঙ্ক : ৯৪৩৬৪৬২৮০০। অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা : ৯৭৪৯৯৯৮৯৬ নু লোটাস ক্লাব : ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, শিবনগর মডার্ন ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল : ২৫১-৯৯০০, সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় : ৯৪২৮৮৪৪৬৫৬ রিলাভার্স : ৯৮৬২৬৭৪৪৮ কর্ণেল চৌমহনী যুব সংস্থা : ৯৮৬২৫৭০১১৬/সহতি ক্লাব : ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, অনীক ক্লাব : ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৪৬০১, রামকৃষ্ণ ক্লাব : ৮৭৯৪১৬৮৮১ শতদল সংঘ : ৯৮৬২৯৯৭৮০, প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) : ৯৭৭৪১১৬৬২৪, রেডক্রস সোসাইটি : ২৩১-৯৬৭৮, টিআরটিসি : ২৩২৫৬৮৫, এগিয়ে চলো সংঘ : ৯৪৩৬১২১৪৮৮, লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় : ৯৪৩৬৫০৮৩৬৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, মানব ফাউন্ডেশন : ২৩২৬১০০। চাইল্ড লাইন : ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘণ্টা)। ব্রাদার ব্যাঙ্ক : জিবি : ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এন্ড), আইজিএম: ২৩২-৫৭৩৬, আই এল এস : ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০০০ কসমোপলিটন ক্লাব : ৯৮৬৩০ ৩৩৭৭৬, শববাথী যান : নব অঙ্গীকার ৮৭৯৪৫১৪০১১, সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা : ৭৬৪৮৪৪৬৫৬ বটভালা নাগরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি : ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮০৩৫০৫, ৯৮৬২০২৮২৩, সমাজ কল্যাণ ক্লাব : ৯৭৭৪৬৭০২৪২, সংযোগ সংঘ : ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, নু লোটাস ক্লাব : ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট : ২৩৮-৫৮৫২, ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটরস অ্যাসোসিয়েশন : ২৩৮-৬৪২৬, রিলাভার্স : ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, কুজুবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন : ৮৯৭৪৮১৮১০, ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দুকান পরিচালক সমিতি : ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৪৪৪৪, সূর্য ভোজ গ ক্লাব (দুর্গা চৌমহনী) : ৮৭২৯৯১১২৩৬, আগন্তুক ক্লাব : ৭০০৫৪৬০০০৫/৯৪৩৬৪৬১৮১১, ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন : ৮২৫৬৯৯৭ ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন : ২০১/২৩২-৫৬০৩, বাধারঘাট : ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, কুজুবন : ২০৫-৩১০১, মহারাজগঞ্জ বাজার : ২৩৮ ৩১০১ পুলিশ : পশ্চিম থানা : ২৩২-৫৭৬৫, পূর্ব থানা : ২৩২-৫৭৭৪, আমতলী থানা : ২৩৭-০০৫৮, এয়ারপোর্ট থানা : ২৩৪-২২৫৮, সিটি কন্ট্রোল : ২৩২-৫৭৮৪, বিদ্যুৎ : বনমালীপুর : ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬৬২১। দুর্গা চৌমহনী : ২৩২-০৭৩০, জিবি : ২৩৫-৬৪৪৮। বড়দোয়ালী : ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ আইজিএম : ২৩২-৬৪৪০৫। বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া : ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর : ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, ইন্ডিয়াগো : ২৩৪-১২৬৩, স্পাইস জেট : ২৩৪-১৭৭৪, রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন : ২৩২-৫৬০৩ আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি সিন্ডিকেট : ২৩২-৫৬৮৫। আগরতলা রেলস্টেশন : ০৩৮১-২৩৭৪৫১৬।

দলীয় কার্যকর্তা-সমর্থকদের মধ্যে মিষ্টি বিতরণ পাথারকান্দির বিধায়ক কৃষ্ণেন্দুর

পাথারকান্দি (অসম), ৫ জুন (হি.স.) : বিজেপি-প্রার্থী কৃপানাথ মালার বিজয়ে খুশিতে বৃথবার পাথারকান্দির দলীয় কার্যালয়ে কার্যকর্তা ও সমর্থকদের মধ্যে মিষ্টি বিতরণ করলেন বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পাল। দলীয় প্রার্থী কৃপানাথের জয়ে এ মুহূর্তে বিজয় মিছিলে থেকে নিজদেরকে বিরত রাখতে অনুরোধ জানান সবাইকে। বিধায়কের কথায়, বিজয় মিছিল করার যথেষ্ট সময় আছে। আজ বিধায়ক মণ্ডল কার্যালয়ে এসে এক এক করে দলীয় কার্যকর্তাদের মিষ্টিমুখ করিয়ে তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে বলেন, এবারের লোকসভা নির্বাচনে করিমগঞ্জের আসনটি জিতিয়ে আনা সত্যিকারের এক কঠিন চ্যালেঞ্জ ছিল। কিন্তু জনগণ পাশে থাকায় এবং রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে এই অসাধ্য সাধন হয়েছে। জনগণ জাতপাতের রাজনীতি থেকে দূরে সরে উন্নয়নের নিরিখে বিজেপি প্রার্থীকে উজাড় করে ভোট দিয়েছেন। তার জন্য তিনি সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। পাথারকান্দি ও সোয়াইরপোয়া বিজেপি ব্লক মণ্ডলের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। পরে বিধায়ক বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে নিজের বিধানসভা এলাকার বিভিন্ন স্থানে গাছের রোপণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন।

দক্ষিণ—পূর্ব রেলের তরফে বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালন

কলকাতা, ৫ জুন (হি. স.): বৃথবার রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে পালিত হয়েছে বিশ্ব পরিবেশ দিবস। র্যালি, পথনাটক এবং বিভিন্ন নাটক মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে দিনটির গুরুত্ব। বিশ্ব পরিবেশ দিবসে অংশ নিয়েছে দক্ষিণ—পূর্ব রেলও। এদিন বিএনআর অফিসরূপে দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের স্কাউট সদস্যরা একটি নাটক মঞ্চস্থ করে। এই নাটকের উদ্দেশ্য ছিল পরিবেশ রক্ষার বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি করা। এদিন গার্ডেনরিচে দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের সদর দফতরে বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালনের অংশ নিয়েছিলেন দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার অনিল কুমার মিশ্র। সদর দফতরে “অমৃত উদ্যান” নামে একটি পার্ক উদ্বোধন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা।

লোকসভা ভোটের ফল প্রকাশ হতেই উত্তপ্ত মোথাবাড়ি, আহত ৪

মোথাবাড়ি, ৫ জুন (হি.স.) : লোকসভা ভোটের ফল প্রকাশ হতেই উত্তপ্ত হয়ে উঠল মালদার মোথাবাড়ি। বৃথবার দুপুরে কংগ্রেস ও তৃণমূলের সমর্থকদের মধ্যে তুমুল সংঘর্ষে উত্তেজনা ছড়াল এলাকায়। ঘটনায় আহত হলেন কমপক্ষে ৪ জন।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, একই পরিবারের সদস্য পিন্টু মণ্ডল, বাবু মণ্ডল, পুলিশ মন্ডল এবং সুনীল মণ্ডল। এদের মধ্যে পিন্টু ও বাবু কংগ্রেস কর্মী অন্যদিকে পুলিশ এবং সুনীল মণ্ডল তৃণমূল কর্মী। এদিন বামেলার সূত্রপাত গরু বাধা নিয়ে। প্রথমে কথা কাটাকাটি হলেও পরে তা হাতাহাতিতে পরিণত হয়। এই ঘটনায় হামিদপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূলের প্রধান অর্চনা মন্ডলের স্বামী বীরেন মন্ডলের বিরুদ্ধে প্ররোচনা দেওয়ার অভিযোগ তোলেন কংগ্রেসের সমর্থকেরা। যদিও অভিযোগে অস্বীকার করেছেন প্রধানের স্বামী বীরেন মন্ডল। ঘটনায় আহত হন ৪ জনই। বর্তমানে তাঁরা চিকিৎসাধীন মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে। মোথাবাড়ির থানার পুলিশ জানিয়েছে, হামিদপুরে ছোট একটি সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। কোনও অভিযোগ এলে খতিয়ে দেখা হবে।

মধ্যরাত থেকে শিয়ালদহে বন্ধ ৫টি প্ল্যাটফর্ম

কলকাতা, ৫ জুন (হি. স.): বৃহস্পতিবার মধ্যরাত থেকে শিয়ালদহে বন্ধ ১ থেকে ৫ নম্বর প্ল্যাটফর্ম। ১২ বগির ট্রেন চালানোর জন্য আগামী বৃহস্পতিবার থেকে রবিবার পর্যন্ত এই প্ল্যাটফর্মগুলি বন্ধ রাখা হবে বলে জানা গিয়েছে। রেল সূত্রে খবর, ইন্টারলকিং-এর কাজ হবার জন্যই এই সিদ্ধান্ত। বেশ কিছু লোকাল ট্রেন বাতিল করা হয়েছে। বেশ কিছু এক্সপ্রেস ট্রেনের রুট পরিবর্তন করা হয়েছে। ১২ বগির ট্রেনের জন্য ১ থেকে ৫-এর প্ল্যাটফর্ম সম্ভারণ করা হচ্ছে। সঙ্গে ওভারহেড ইকুইপমেন্ট পোর্টাল এবং ডিসি ট্রাক সার্কিট বসানোর কাজও চলবে। পাশাপাশি, স্টেশনের সিগন্যালিং এবং টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা আধুনিকীকরণ করা হবে। এজন্য ৫ জুন প্রাক-এনআই কাজ এবং ৮ আর ৯ জুন নন-ইন্টারলকিং কাজ সম্পূর্ণ করার জন্য শিয়ালদহে ট্রেন চলাচলের নিয়মে কিছু পরিবর্তন করা হয়েছে। স্টেশনের তরফে জানা গিয়েছে, বেশ কয়েকটি এক্সপ্রেস ট্রেন শিয়ালদহের পরিবর্তে ছাড়বে কলকাতা স্টেশন থেকে। স্টেশন বদলে গেলেও প্রতিটি ট্রেনের ছাড়ার সময় একই থাকছে। বেশ কিছু লোকাল ট্রেন দমদম স্টেশন পর্যন্ত যাতায়াত করবে, আবার ওই ট্রেনগুলি দমদম থেকেই ছাড়বে।

নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পালিত বিশ্ব পরিবেশ দিবস

বাঁকড়া, ৫ জুন (হি. স.): বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে বিভিন্ন স্কুল কলেজ সহ স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন-এর উদ্যোগে বৃথবার নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। পৃথিবীর উন্নয়ন নিয়ে এই সব সংস্থাগুলি গভীর ভাবে উদ্বিগ্ন। উন্নয়নের ফলে আগামীদিনে যে ভয়ঙ্কর পরিণতিতে পড়তে চলেছে মানব সভ্যতা তার ইঙ্গিত বাতের বাতের মিলেছে। এবার দেশের রাজধানী শহর ৫২.৯ ডিগ্রি তাপমাত্রা নিয়ে জালিয়ে দিয়েছে আমরা আর নিরাপত্তা নেই। আর্থিকের একটি সেরা এগারো জল শূন্য হয়ে পড়েছে। সেই কথা মাথায় রেখে এদিন জেলার বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গাছ লাগানোর জন্য মানুষকে সচেতন করা হয়। সোনামুখীর মদনপুর জয়গঞ্জ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষারত্ন প্রাণু প্রধান শিক্ষক অননন্দপুর ফোব বলেন, ৫ জুন দিনটিতে পালন করলেই হবে না। প্রতিদিনই আমাদের পরিবেশ নিয়ে ভাবতে হবে। তা নাহলে আমরা রক্ষা পাবনা। তিনি এই বিশেষ দিনে বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকদের নিয়ে বিদ্যালয়ে পরিবেশকে সুস্থ রাখতে গাছ লাগানো, প্লাস্টিকের ব্যবহার না করা এবং জলের অপচয় বন্ধ করা ইত্যাদি বিষয়ে জন সচেতনতা সেমিনারের আয়োজন করেন। বিশ্ব উন্নয়ন রক্ষাতে, পরিবেশের সবুজায়নের লক্ষ্যে বিদ্যালয়ে প্রাক্তন অশোক, চন্দন ইত্যাদি বৃক্ষরোপণ করা হয়। অত্যাধিক দক্ষিণ বাঁকড়ার চাতুরী নিম্ন বুনিয়েও নিখিৎ একটি সচেতনতা র্যালি করে বিভিন্ন গ্রাম পরিষ্কার মাধ্যমে পৃথিবীকে সুস্থ রাখার বার্তা দেওয়া হয়। বেলিয়াতোড়া আমিনী রায় কলেজের এনএসএস বিভাগের প্রোগ্রাম অফিসার অধ্যাপক রামকৃষ্ণ মুখার্জি জানান সচেতনতার মাধ্যমেই সমাজকে জাগৃত করা আমাদের মূল লক্ষ্য। কলেজের অধ্যাপক ডঃ প্রদীপ কুমার বানার্জী এই প্রচলিত কর্মসূচি বেরডরমে এসি না লাগিয়ে প্রত্যেককে একটি করে ইনডোর গাছ লাগানোর আহ্বান জানান। এনএসএস ইউনিটের পক্ষ থেকে একটি পরিবেশ সচেতনতামূলক র্যালির আয়োজন করা হয়। এই র্যালিতে এনএসএস ভলেন্টারিয়ার স্লোগানের মাধ্যমে মানুষকে সচেতন করেন, পরিবেশের সবচেয়ে বড় শত্রু পলিথিনের ব্যবহার বন্ধ করার আহ্বান জানান তারা। পলিথিন ব্যবহার বন্ধ হলোই মাটি পুনরায় উর্বর থাকবে। বাড়ির আবর্জন পুত্রদের জলে ফেলা চলানো-এই বার্তাটি পৌঁছে দেয় মানুষের কানে। জাতিসংঘের উদ্যোগে ১৯৭৩ সাল থেকে ৫ জুন দিনটি বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালন করা আসছে। ২০২৪ সালের বিশ্ব পরিবেশ দিবসের থিম হল ‘ভূমি পুনরুদ্ধার মরকরণ ও খরা ক্ষিতিস্থাপকতা’।

অযোধ্যায় বিজেপির ভরাডুবি সঙ্গে রাম মন্দিরে প্রাণ প্রতিষ্ঠা কর্মসূচির তুলনা শঙ্করাচার্য নিশ্চলানন্দ সরস্বতী

বোলপুর, ৫ জুন (হি. স.) : লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল নিয়ে বিবৃতি দিয়েছেন পুরীর শঙ্করাচার্য নিশ্চলানন্দ সরস্বতী। জাতীয় স্তরে বিজেপির পাতকফরম্যাকে অসন্তোষজনক বলে বর্ণনা করে, তিনি এটিকে রাম মন্দির প্রাণপ্রতিষ্ঠা কর্মসূচির সাথে যুক্ত করার চেষ্টা করেছেন। বোলপুরে ৩ দিনের কর্মসূচি নিয়ে এসেছেন পুরীর শঙ্করাচার্য নিশ্চলানন্দ সরস্বতী। দীক্ষা দেওয়া হয়, প্রবচন, পূজার্নার কর্মসূচি রয়েছে তাঁর। প্রসঙ্গত, উত্তরপ্রদেশের অযোধ্যায় রাম মন্দির উদ্বোধনে যোগ দেননি পুরীর এই শঙ্করাচার্য। প্রথম থেকে

বিরোধিতা করেছেন তিনি, এবং জানিয়েছিলেন, সঠিক বিধিমনে রাম মন্দিরের উদ্বোধন যদি হত রাজনৈতা হওয়ার কারণে তাঁর রাম মন্দির উদ্বোধন করা ঠিক হয়নি। পুরীর শঙ্করাচার্য আরও বলেন, ‘এই রকম মনে করেছিল যদি কংগ্রেসের শাসন হয়, রাম মন্দির সরিয়ে দেওয়া হবে। এই ভেবে তডি ঘড়ি রাম মন্দির উদ্বোধন করে দিয়েছে। প্রথমে মোদীজী কংগ্রেসকে দুর্বল মনে করত এই নির্বাচনের আগে। আর মনে করবে না। এই পশ্চিমবঙ্গে জ্যোতি বসু আমার সঙ্গে টঙ্কর নিয়েছিল শেষ হয়ে গিয়েছে, লালু প্রসাদ যাদব টঙ্কর

নয়, তা বুঝিয়ে দিল। অলৌকিক আচার না মানলে গণতন্ত্র থাকে না। প্রধানমন্ত্রী ব্রাহ্মণও যদি হত রাজনৈতা হওয়ার কারণে তাঁর রাম মন্দির উদ্বোধন করা ঠিক হয়নি। পুরীর শঙ্করাচার্য আরও বলেন, ‘এই রকম মনে করেছিল যদি কংগ্রেসের শাসন হয়, রাম মন্দির সরিয়ে দেওয়া হবে। এই ভেবে তডি ঘড়ি রাম মন্দির উদ্বোধন করে দিয়েছে। প্রথমে মোদীজী কংগ্রেসকে দুর্বল মনে করত এই নির্বাচনের আগে। আর মনে করবে না। এই পশ্চিমবঙ্গে জ্যোতি বসু আমার সঙ্গে টঙ্কর নিয়েছিল শেষ হয়ে গিয়েছে, লালু প্রসাদ যাদব টঙ্কর

নিয়েছিল, মুলায়ম সিং যাদব টঙ্কর নিয়েছিল শেষ হয়ে গিয়েছে। মোদীজীর উচিত আমার সঙ্গে টঙ্কর না নেওয়া। আকাশকে কি ঘৃসি মারা যায়, আমরা সেই জায়গায় আছি। যোগীজি আমাকে ছোট করার জন্য একটা আতঙ্কবাদীকে শঙ্করাচার্য বানিয়ে যোরাচ্ছিল। তুমি মুকাসে জো টকরায়েরগে চুর চুর হো জায়েরগে। এই রকম কথা আছে।’ অর্থাৎ, লোকসভা নির্বাচনের ফল প্রকাশের পরেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, যোগী আদিত্যনাথ ও বিজেপিকে এক হাতে নিয়ে বিস্ফোরক পুরীর শঙ্করাচার্য নিশ্চলানন্দ সরস্বতী।

গোসাবায় ফের তৃণমূলের গোষ্ঠী কোন্ডল, আহত দুই তৃণমূল কর্মী

গোসাবা, ৫ জুন (হি. স.): বৃথবার সকালে গোসাবার শত্ৰুগন গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় দুই তৃণমূল কর্মীকে বেধড়ক মারধরের অভিযোগ উঠেছে তৃণমূলের ওপরে গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে। ঘটনায় গুরুতর এনএসএসের শত্ৰুগন গ্রাম পঞ্চায়েতের পঞ্চায়েত সদস্য খোকন হালদার ও স্থানীয় তৃণমূলের বৃথ সভাপতি তাপস বিশ্বাস। এছাড়াও তাদের আরও চারজন সহযোগীকে মারধর করা হয় বলে অভিযোগ এলাকার

তৃণমূল নেতা তথা শত্ৰুগন অঞ্চল তৃণমূলের সভাপতি পরিতোষ হালদারের বিরুদ্ধে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় উত্তেজনা ছড়ালে গোলাবা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে পরিতোষ হালদারের দুই এনএসএসকে আটক করেছে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রের খবর, দীর্ঘদিন ধরেই শত্ৰুগন গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান বরণ প্রামাণিকের সাথে বিবাদ রয়েছে পরিতোষের। লোকসভা নির্বাচনে পরিতোষ বিজেপি দলকে সাপোর্ট

করেছে বলে দাবি বরণের। স্থানীয় ২৮ নম্বর বৃথ বিজেপি কেনে ভোট কম পেয়েছে সেই অভিযোগেই কার্যত পরিতোষের লোকজন বরণের অনুগামী খোকন ও তাপসকে মারধর করে বলে অভিযোগ বরণের। যদিও অভিযোগ অস্বীকার করেছেন পরিতোষ। তিনি বলেন, ‘আমার ও বরণদার মধ্যে কোন বিবাদ নেই। দুজনে মিলে এই এলাকায় ভোট করেছি। যারা হামলা চালিয়েছে তারা দুষ্কৃতী। পুলিশ

তদন্ত করছে।’ যদিও বরণ বলেন, ‘পরিতোষ একটি সমাজ বিরোধী। তৃণমূলের জার্সি দিয়ে বিজেপি দল করছে। এই লোকসভা ভোটও বিজেপির হয়ে ভোট করিয়েছে। আর বেছে বেছে তৃণমূল কর্মীদের উপ অত্যাচার করছে।’ এলাকার বিজেপি নেতৃত্ব দাবি করেছেন তৃণমূলের মধ্যে কোন বিবাদ জেরেই এই ঘটনা ঘটেছে। এর সাথে বিজেপির কোন যোগাযোগ নেই।

ফল ঘোষনা হতেই, দুর্গাপুরে সিপিএমের পোলিং এজেন্টের গাড়ি ভাঙচুর

দুর্গাপুর, ৫ জুন (হি. স.): ভোটের দিন ছায়ায় বাধা দেওয়ার মাগুলা। আর তার জেরে ফলাফল প্রকাশ হতেই সিপিএমের পোলিং এজেন্টের গাড়ি ভাঙচুর। আর এক সিপিএমের বৃথ এজেন্টের মেয়ের দোকান আগুনে পুড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগে অস্বীকার অশ্রিত। দক্ষুতিদের বিরুদ্ধে। বৃথবার ঘটনাকে ঘিরে উত্তেজনা ছড়াল শিল্পনগর দুর্গাপুরে। যদিও অভিযোগ অস্বীকার করেছে তৃণমূল।

গ্যারেজে চারচাকা গাড়ির কাঁচ ভাঙা নজরে পড়ে। প্রসুনবাবু পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লোকশিল্পী সংঘের নেতা। গত ১৩ মে দুর্গাপুর-বর্ধমান লোকসভা আসনে নির্বাচনের দিন প্রসুনবাবু আইনস্টাইনের ডিআইসিডি স্কুলে সিপিএমের বৃথ এজেন্ট ছিলেন। তাঁর অভিযোগ, ভোটের দিন বহিরাগতদের নিয়ে ছায়া ভোট দিতে আসা প্রতিবাদ করি এবং রুখে দাঁড়াই। তারই দলদা হিসাবে ফল ঘোষণার পরেই বাড়িতে চড়াও করে তৃণমূল অশ্রিত দুষ্কৃতীরা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় সিপিএম নেতৃত্ব। একইসঙ্গে দুর্গাপুরের ২ নম্বর পালিত নামের সিপিএমগোলে ফিরোজা খাতুনের সেলাইয়ের দোকান আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া হয় বলে

অভিযোগ। তাঁর দোকানে ৪ টি র মতো সেলাই মেশিন ছিল। ফিরোজা খাতুন বলেন, ‘খণ নিয়ে সেলাই দোকান চালাতাম। আরও চারজন মহিলা কাজ করত। দোকান পুড়ে যাওয়ায় দোকানে যাঁরা কাজ করতেন সেই সব মহিলাদেরও রোজগার বন্ধ হয়ে গেল।’ ফিরোজার বাবা মহম্মদ আলি শেখ লোকসভা নির্বাচনে মম্মা বাগান এলাকায় সিপিএমের বৃথ এজেন্ট ছিলেন। এলাকার বেকার মহিলাদের নিয়ে সেলাইয়ের দোকান খুলে তাঁদের স্বনির্ভরতার দিশা দেখিয়েছিলেন ফিরোজা খাতুন। তাঁর বাবা সিপিএমের বৃথ এজেন্ট হওয়ার অপরাধেই কি ফিরোজার দোকান পুড়ে না। পুলিশকে তদন্ত করতে বলা হবে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

সেলাইয়ের কাজ করে সংসার চালাই। এখন অসহায় হয়ে পড়লাম।’ সিপিএম নেতা পঙ্কজ রায় সরকার অভিযোগে বলেন, ‘লোকসভা নির্বাচনের আগে থেকেই নানা ভাবে হুমকি দিত তৃণমূলের লোকেরা। নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার ঠিক পরেই রাতে জালিয়ে দেওয়া হল তার মেয়ের দোকান। আর এক পোলিং এজেন্টের গাড়ি ভাঙচুর করা হয়েছে। ওই পোলিং এজেন্ট ছায়াতে বাধা দিয়েছিল। এসবই তৃণমূল অশ্রিত দুষ্কৃতীদের কাজ।’ যদিও এ বিষয়ে জেলা তৃণমূলের সহ-সভাপতি উত্তম মুখোপাধ্যায় অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, ‘‘তৃণমূল এই ধরনের কাজ করতেই পাল্টে না। পুলিশকে তদন্ত করতে বলা হবে।’ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

এনএফ রেলের ডিব্রুগড় ওয়ার্কশপে তৈরি নতুন হাইস্পিড ক্যারিয়ার কোচ

ওয়াহাটি, ৫ জুন (হি.স.): উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের অন্তর্গত ডিব্রুগড় ওয়ার্কশপে অটোমোবাইল, বিশেষত দু চাকার যানবাহনের লোডিং/আনলোডিংয়ের জন্য পুরনো জিএসএসএন কোচ থেকে সাইড ডোর সহ কয়েকটি নতুন হাইস্পিড অটোমোবাইল ক্যারিয়ার (এনএমজিএইচএস) কোচ তৈরি করেছে। রেলওয়ে বোর্ডের অনুমোদনের পর খুব কম সময়ের মধ্যে তিনটি এনএমজিএইচএস কোচ তৈরি করা হয়েছে। আরও তিনটি কোচ তৈরির কাজ চলছে। ভারতীয় রেলওয়েতে প্রথমবারের মতো অটোমোবাইল লোডিংয়ের জন্য এই কোচগুলি তৈরি করা হয়েছে। প্রচলিত ধরনের পগ্যবাহী কোচের তুলনায় এগুলিতে একাধিক উন্নত বৈশিষ্ট্য থাকার পাশাপাশি উন্নত গতি ও আরও বেশি লোডিং ক্ষমতার যোগ্য করে তোলা হয়েছে।

উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক সব্যসাচী দে এক প্রেসবার্তায় এ খবর দিয়ে জানান, এনএফ রেলওয়ে দ্বারা পরিচালিত ও অব্যবহৃত যাত্রীসাঁই কোচ থেকে তৈরিকৃত এনএমজিএইচএস কোচগুলির ডিজাইন অটোমোবাইল উৎপাদনকারীদের সাথে পরামর্শ করে রিসার্চ ডিভিশনে আন্ড স্ট্যান্ডার্ড অর্গানাইজেশন (আরডিএসও) করেছে। ডিব্রুগড় ওয়ার্কশপের দ্বারা পূর্বের ১২ টন বহন ক্ষমতার প্রচলিত পগ্যবাহী কোচগুলির তুলনায় ১৮ টন বহন ক্ষমতার উচ্চ পেরডা ক্যাপাসিটি সহ মোট তিনটি কোচ তৈরি করা হয়েছে। নতুন করে তৈরিকৃত এনএমজিএইচএস কোচের সন্তাব্য গতি প্রতি ঘণ্টায় ১১০ কিমি।

সব দলগুলি গুরুতর আহত

● প্রথম পাতার পর চালিয়ে যাওয়ার অনুরোধ করেছেন রাষ্ট্রপতি মুর্তি।

কোম্পে নতুন সরকার গঠনের তোড়জোড় শুরু হয়ে গিয়েছে। বুধবার সকালেই ৭ লোক কল্যাণ মার্গে বৈঠকে বসে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা। সেই বৈঠকে সন্তোষ লোকসভা ভেঙে দেওয়ার সুপারিশ করা হয়। শোনা যাচ্ছে, ৮ জুন ফের প্রধানমন্ত্রী হইবে শশপথ নেবেন নরেন্দ্র মোদী। এরপর রাষ্ট্রপতি ভবনে গিয়ে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর সঙ্গে দেখা করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

● প্রথম পাতার পর এমেন্টাই অভিযোগ আক্রান্তের পরিবারের। এদিকে প্রসেনজিতের চিংকার চৌচামেচি শুনে ঘটনাস্থলে পার্শ্ববর্তী জনগণ ছুটে গিয়ে তাকে রক্ষা করে। খবর দেওয়া হয় তার পরিবারের নিকট। খবর পেয়ে পরিবারের লোকজন তড়িৎগতির গতিতে ছুটে গিয়ে রক্তাক্ত অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসে। সেখানে তার প্রাথমিক চিকিৎসা করা হয়। জানা গেছে, প্রসেনজিতের মাথায় বেশ কয়েকটি সেলাই লাগে, এছাড়াও তার একটি হাতও ভেঙে যায়।

● প্রথম পাতার পর এমেন্টাই অভিযোগ আক্রান্তের পরিবারের। এদিকে প্রসেনজিতের চিংকার চৌচামেচি শুনে ঘটনাস্থলে পার্শ্ববর্তী জনগণ ছুটে গিয়ে তাকে রক্ষা করে। খবর দেওয়া হয় তার পরিবারের নিকট। খবর পেয়ে পরিবারের লোকজন তড়িৎগতির গতিতে ছুটে গিয়ে রক্তাক্ত অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসে। সেখানে তার প্রাথমিক চিকিৎসা করা হয়। জানা গেছে, প্রসেনজিতের মাথায় বেশ কয়েকটি সেলাই লাগে, এছাড়াও তার একটি হাতও ভেঙে যায়।

● প্রথম পাতার পর এমেন্টাই অভিযোগ আক্রান্তের পরিবারের। এদিকে প্রসেনজিতের চিংকার চৌচামেচি শুনে ঘটনাস্থলে পার্শ্ববর্তী জনগণ ছুটে গিয়ে তাকে রক্ষা করে। খবর দেওয়া হয় তার পরিবারের নিকট। খবর পেয়ে পরিবারের লোকজন তড়িৎগতির গতিতে ছুটে গিয়ে রক্তাক্ত অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসে। সেখানে তার প্রাথমিক চিকিৎসা করা হয়। জানা গেছে, প্রসেনজিতের মাথায় বেশ কয়েকটি সেলাই লাগে, এছাড়াও তার একটি হাতও ভেঙে যায়।

● প্রথম পাতার পর এমেন্টাই অভিযোগ আক্রান্তের পরিবারের। এদিকে প্রসেনজিতের চিংকার চৌচামেচি শুনে ঘটনাস্থলে পার্শ্ববর্তী জনগণ ছুটে গিয়ে তাকে রক্ষা করে। খবর দেওয়া হয় তার পরিবারের নিকট। খবর পেয়ে পরিবারের লোকজন তড়িৎগতির গতিতে ছুটে গিয়ে রক্তাক্ত অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসে। সেখানে তার প্রাথমিক চিকিৎসা করা হয়। জানা গেছে, প্রসেনজিতের মাথায় বেশ কয়েকটি সেলাই লাগে, এছাড়াও তার একটি হাতও ভেঙে যায়।

● প্রথম পাতার পর এমেন্টাই অভিযোগ আক্রান্তের পরিবারের। এদিকে প্রসেনজিতের চিংকার চৌচামেচি শু



রাজপাল ইন্দ্র সেনা রেড্ডি নম্বু বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে রাজস্বন আগরতলায় রুদ্রাক্ষ গাছের চারা রোপণ করেন।

বন্যাতঙ্ক পাথারকান্দিতে

পাথারকান্দি (অসম), ৫ জুন (হি.স.): ফের ধারা বর্ষণে লঙ্গাই নদীর জল ফুলে... ফেঁপে বিপদসীমার কাছাকাছি দিয়ে বইতে শুরু করেছে। এতে নতুন করে বন্যাতঙ্ক দেখা দিয়েছে পাথারকান্দিতে দিনকয়েক আগে ভয়াবহ বন্যার কবলে পড়ে সর্বস্বান্ত হয়েছে পাথারকান্দির বহু পরিবার। মোট পাঁচটি স্থানে লঙ্গাই নদীর বাঁধ ভেঙে বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত হয়ে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। সেই ক্ষতের ঘা শুকোতে না-শুকোতে পুনরায় বৃহত্তর এলাকায় বন্যার পদধ্বনিতে সিঁদুর মেঘ দেখছেন পাথারকান্দির আমজনতা রন্যার জলে খাল-বিল, নালা-নর্দমা এমনিতেই পরিপূর্ণ। তার মধ্যে মঙ্গলবার গভীর রাত থেকে নদীর জল ক্রমশ বাড়তে থাকায় ভাঙনস্থল দিয়ে অবিবাহিত জল প্রবেশ করে নিউ এলাকা প্লাবিত করছে। এদিকে দিন কয়েক আগের বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত সাধারণ জনগণ এবং কৃষকরা আশুও কোনও সরকারি সহায়তা পাননি বলে বিস্তর অভিযোগ পাওয়া গেছে।

ভিনরাজ্যে সব আসনেই হার তৃণমূলের

কলকাতা, ৫ জুন (হি.স.): লোকসভা নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গের বাইরে হাসফুল ফোটাতে ব্যর্থ হয়েছে তৃণমূল। বাংলাদেশক দলের মুখ পুড়েছে ভিনরাজ্যে। রাজ্যের বাইরে যে ৬টি আসনে তৃণমূল প্রার্থী দিয়েছিল তার ৬টিতেই হার হয়েছে তাদের। উত্তর প্রদেশের ভাদোহি আসন তৃণমূলে ছেড়েছিল সমাজবাদী পার্টি। সেখানে পরাজিত হন তৃণমূল প্রার্থী। উত্তর প্রদেশের হামলায় থেকেও তৃণমূলের খারাপ ফল হয়েছে অসমে। অসমে ৪টি আসনে প্রার্থী দিলেও কোনও লাগ কাটতে পারেনি তৃণমূল। অসমের বরপেটা, শিলচর, কোকরাঝাড়, লখিমপুর এই ৪টি কেন্দ্রেই জামানত জন্ম হয়েছে তৃণমূলের। এছাড়া মেঘালয়ের তুরা আসনেও প্রার্থী দাঁড় করায় বাংলার শাসকদল। সেখানেও হেরেছেন তৃণমূলের প্রার্থী।

জল, রাস্তা ও বিদ্যুতের দাবিতে পথ অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনিগর, ৫ জুন: পানীয় জল, রাস্তা সংস্কার ও বিদ্যুৎ পরিষেবার দাবিতে সড়ক অবরোধে সামিল হয়েছেন ধর্মনিগর উত্তর হারোয়া গ্রামের এলাকাবাসীরা। প্রায় অনেক দিন যাবৎ, ভঙ্গ রাস্তা, জল ও বিদ্যুৎ এর সমস্যা তুগছেন এলাকাবাসীরা। অবশেষে বুধবার সকালে সমস্যার সমাধান না পেয়ে সড়কে অবরোধে বসেন তারা। অবরোধের জেরে যানচলাচল ব্যাহত হয়েছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছেন পুলিশ বাহিনী এবং অবরোধকারীদের সাথে কথা বলেন। প্রশাসন আশ্বাস দিয়েছেন এই বিষয়ে বিদ্যুৎ ও জল দপ্তরের সাথে আলোচনা করা হবে। ওই আশ্বাসের ভিত্তিতে পথ অবরোধ প্রত্যাহার করেন সানীয় মানুষ। জনৈক অবরোধকারী জানিয়েছেন, দীর্ঘ দিন যাবৎ ধর্মনিগর রাস্তা, বিদ্যুৎ ও পানীয় জলের সমস্যা তুগছেন এলাকাবাসীরা। তাদের অভিযোগ, এ বিষয়ে প্রশাসনের নিকট মৌখিক ও লিখিত অভিযোগ করা হলেও বিদ্যুৎ এর সমস্যার সমাধানে কেউ কর্পাত করেননি। তাছাড়া, রাস্তার বেহাল দশার কারণে মুমূর্ষ রোগীরা মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়লেও অ্যাম্বুলেন্স হাসপাতালে যাওয়ার মত কোন ব্যবস্থা নেই। ছাত্রছাত্রীরা সামান্য বৃষ্টিতেই চলাফেরা বন্ধ করে পড়াশোনা শুরু করে বাড়িতে বসে থাকতে হয়। রাস্তার ভঙ্গ দশার কারণে যানবাহন চলাচলে বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছেন চালকদের। তাই, জনগণ ব্যথা হয়ে বুধবার সকালে পানীয় জল, রাস্তা সংস্কার ও বিদ্যুৎ পরিষেবার দাবিতে সড়ক অবরোধ করেন। তাঁদের দাবি, নিয়মিত ওই এলাকায় জল সরবরাহ ও বিদ্যুৎ পরিষেবা প্রদান করতে হবে। পাশাপাশি অতিস্বল্প রাস্তা সংস্কার করতে হবে। এই অবরোধের জেরে রাস্তার দুই ধারে যান চলাচল স্তব্ধ হয়ে পড়েছিল। মাতাতে যাত্রী দুর্ভোগে চরমে পৌঁছেছিল। অবরোধের খবর পেয়ে পুলিশ বাহিনী। অবরোধকারীদের সাথে কথা বলে এবং এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সাথে আলোচনা করা হবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। ওই রাস্তার ভঙ্গ দশার কারণে যানবাহন প্রত্যাহার করেন গ্রামবাসী।

আগরতলা প্রেসক্লাবে চোখ পরীক্ষা শিবির অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জুন: আগরতলা প্রেসক্লাব ও লায়ন্স ক্লাবের সহযোগিতায়, অশ্বিনী নেত্রালয়া -র যৌথ উদ্যোগে আগরতলা প্রেসক্লাবে বুধবার চোখ পরীক্ষা শিবির অনুষ্ঠিত হয়। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা চোখ পরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় ঔষধ এবং পরামর্শ দিয়েছেন এদিন। আগরতলা প্রেস ক্লাবে অনুষ্ঠিত এই শিবিরে সাংবাদিক ও তাদের পরিবারের সদস্য সদস্যরা মিলে মোট ৭৬ জন চিকিৎসা পরিষেবা ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ গ্রহণ করেছেন। বেলা ১১ টা থেকে বিকেল ৪ টা পর্যন্ত চলে এই শিবির। চোখ পরীক্ষা ও চিকিৎসা শিবিরের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন বরিশত সম্পাদক সুবল কুমার দে। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন আগরতলা প্রেসক্লাবের সভাপতি জয়ন্ত ভট্টাচার্য। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বরিশত সাংবাদিক অরুণ নাথ, লায়ন্স ক্লাব অব আগরতলা এনীবী-এর সভাপতি রূপশী পাল, সম্পাদক বিশ্বজিৎ বণিক, অশ্বিনী নেত্রালয়া-এর পক্ষে ডাঃ সুরভ সাহা, ডাঃ অনুবাগ মঞ্জুসদার, ডাঃ রঞ্জন বোস। অতিথিদের উত্তরায় ও স্মারক উপহারে বরণ করে নেন প্রেস ক্লাবের সম্পাদক রমাকান্ত দে, যুগ্ম সম্পাদক কমল চৌধুরী ও অভিষেক দে প্রমুখ।

জায়গা সংক্রান্ত বিবাদকে কেন্দ্র করে দুষ্কৃতীদের হামলা, আতঙ্কগ্রস্থ পরিবার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জুন: জায়গা সংক্রান্ত বিবাদকে কেন্দ্র করে রাতের আঁধারে দুষ্কৃতী হামলায় উত্তপ্ত বাধারঘাট এলাকা। ঘটনার বিবরণের প্রকাশ, বাধারঘাট পেন্টেল পাস্প সলংগ শ্রীপাঠী এলাকায় বিধভূষণ রুদ্র পালের বাড়িতে মঙ্গলবার গভীর রাতের হামলা চালায় দুষ্কৃতিকারীরা। বাড়ির সীমানা ভেঙে চুরমার করে দেওয়া হয়, শব্দবাজি ফেলে জানালার কাঁচ এমনি জলের ড্রাম, পাইপ ভেঙে চুরমার করে দেয় দুষ্কৃতিকারীরা। ঘটনায় আতঙ্কিত গোটা পরিবার বাড়ির মালিক জানিয়েছেন, তাদের বাড়ির পাশেই একটি ড্রেন রয়েছে। সেই জায়গাটি তাদের নিজস্ব কিন্তু এলাকার বেশ কয়েকজন নাগরিক সেটা মনোনে নারাজ। দলিলসহ বিভিন্ন তথ্যাদি বিচার করে দেখা গেছে এই জায়গাটি তাদেরই। তখন এলাকাবাসীকে এই খবর জানালে তারা সেটি মানতে চায় না। তখন ও বাড়ির মালিক এলাকার মন্ডল এর সদস্যদের জানালে সদস্যরা এসে এলাকাবাসীকে স্পষ্ট জানিয়ে দেন যেহেতু দলিলের রয়েছে ওই জায়গাটি তাদের, তাই ওই বাড়ির পরিবারের সদস্যদের কেউ যেন কোন ধরনের অসুবিধা না করে। কিন্তু তারপরও এলাকার বখাটে কয়েকজন তাদেরকে প্রায়শই জ্বালাতন করত। অবশেষে মঙ্গলবার গভীর রাতের বাড়ির দেয়াল ভেঙে তাদের বাড়িতে শব্দবাজি ফেলে আতঙ্কিত পরিবেশের সৃষ্টি করে। এই ঘটনায় মুখ্যমন্ত্রী হস্তক্ষেপ দাবি করেন ওই আতঙ্কগ্রস্থ পরিবার। দুষ্কৃতীদের চিহ্নিত করে তাদের উপযুক্ত শাস্তি দাবি করছেন তারা।

উপরাষ্ট্রপতির সঙ্গে দেখা করলেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৫ জুন (হি.স.): লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর বুধবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড়ের সঙ্গে তাঁর সরকারি বাসভবনে দেখা করেন। এই সময় উপরাষ্ট্রপতি তাঁকে তৃতীয় মেয়াদের জন্য অভিনন্দন জানান। এই সৌজন্য সাক্ষাতে, উপরাষ্ট্রপতি রাজস্থানের বিখ্যাত পেড়া এবং মিরাতের গুড় প্রধানমন্ত্রীকে খাওয়ার জন্য দিয়েছিলেন উল্লেখ্য, তৃতীয়বারের মতো সরকার গঠন করতে চলেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ইতিমধ্যেই তিনি রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুরুর সাথে দেখা করেছেন এবং তাঁর কাছে পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছেন।

আইজিএম হাসপাতালে হয়রানির শিকার প্রতিবন্ধী রোগী, অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জুন: আইজিএম হাসপাতালে টিকিট কাউন্টারের পরিস্থিতি বেহাল। হাসপাতালে ডাক্তার দেখাতে গিয়ে চরম হয়রানির শিকার হয়েছে প্রতিবন্ধী জনৈক ব্যক্তি, এমনটাই অভিযোগ তুলেছেন পরিবারের সদস্যরা। তাঁদের দাবি, দীর্ঘক্ষণ লাইনে দাঁড়িয়ে থেকেও টিকিট দিতে অস্বীকার করে কর্তব্যরত কর্মীরা। ওই ঘটনায় কিছুক্ষণের জন্য হাসপাতাল চত্বরে উত্তেজনা ছড়িয়েছিল। প্রতিবন্ধী ব্যক্তির স্ত্রী অভিযোগ করেন, বাধারঘাট থেকে প্রতিবন্ধী স্বামীকে নিয়ে ডাক্তার দেখাতে আইজিএম হাসপাতালে গিয়েছিলেন। টিকিট কাটতে গিয়ে চরম হয়রানির শিকার হতে হয় তাঁদের। দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে থেকেও ডাক্তার দেখাতে টিকিট পাননি। টিকিট কাউন্টারের কর্মীরা এক জায়গায় থেকে অন্য জায়গায় গিয়ে টিকিট নিতে বলেন। এক কাউন্টার থেকে অন্য কাউন্টারে গিয়েও হয়রানির শিকার হতে হয়। পরবর্তী সময়ে টিকিট দিতে অস্বীকার করে কর্তব্যরত কর্মীরা।

সোনার চেইন নিয়ে পালায় দুষ্কৃতীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ জুন: বনমালীপুর বিধানসভা এলাকায় নির্বাচনোত্তর সন্ত্রাসের অভিযোগ মিলেছে। বনমালীপুর বিধানসভা কেন্দ্রের অর্ধগত প্রতাপগড় এলাকায় বহিরাগতরা ডাক্তার চালায়। এলাকার কংগ্রেস নেতা গৌতম নন্দীর বাড়ির সীমানার বেড়া ভাঙুর করার সময় আওয়াজ শুনে বাড়ি থেকে বের হয়ে আসে বাড়ির মহিলাসহ। তখন দুর্বৃত্তরা বাড়ির মহিলাকে রাস্তায় ধাক্কা দিয়ে ফেলে ঘরের জানালার কাঁচ তিল ছুড়ে ভেঙে দেয়। তারপর মহিলায় গলার চেইন নিয়ে পালিয়ে যায় দুর্বৃত্তরা, এমন অভিযোগ। যারা এই ঘটনা ৩৬ এর পাতায় দেখুন

আগামী ৭ ও ৮ মে অসমের কয়েকটি জেলায় কমলা ও হলুদ সতর্কতা জারি আবহাওয়া দফতরের

গুয়াহাটি, ৫ জুন (হি.স.): অসমের বেশ কয়েকটি জেলায় কমলা এবং হলুদ সতর্কতা জারি করেছে ভারতের আবহাওয়া দফতর (আইএমডি)। আবহাওয়ায় উল্লেখযোগ্য অবনতির সতর্কবার্তা দিয়ে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছে বলে সংশ্লিষ্ট জেলাগুলির বাসিন্দাদের সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়েছেন আইএমডি কর্তৃপক্ষ। আইএমডির পূর্বাভাস, আগামী ৭ জুন আবহাওয়ায় উল্লেখযোগ্য অবনতি ঘটবে। সন্ধ্যাবনার পর প্রেক্ষিতে হাইলাকাড়ি, করিমগঞ্জ, দক্ষিণ শালমাড়া, ধুবড়ী, কোকরাঝাড়, বঙাইগাঁও, চিরাং, বাকসা, তামুলপুর, বজালি, গোয়ালপাড়া,

কামরূপ (ধামীপ), কামরূপ (মোট্রা), শোণিতপুর, বিশ্বমাল, কারবি আংলং, যোরহাট, মাজুলি, শিবসাগর, চরাইদেও এবং তিনসুকিয়া জেলায় হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। উপরন্তু ওই দিন (৭ জুন) কাছাড়, ডিমা হাসাও, বরপেটা, গোলাঘাট এবং ডিব্রুগড় জেলায় কমলা সতর্কতা জারি করেছে আইএমডি। এছাড়া ৮ জুন কাছাড়, ডিমা হাসাও, কারবি আংলং, চিরাং, বাকসা, গোয়ালপাড়া, শিবসাগর এবং চরাইদেও জেলায় কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট জেলাগুলির বাসিন্দাদের প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বন করার পরামর্শ দিয়েছে

ভারতের আবহাওয়া দফতর। তবে সাব্বান দিয়ে আইএমডি কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, পরিস্থিতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। প্রতিকূল আবহাওয়ার ফলে উদ্ভূত যে কোনও জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রস্তুত আইএমডি। এখানে উল্লেখ্য, জেলায় কমলা সতর্কতা জারি করলে উৎপাদকরা কাছাড়, করিমগঞ্জ ও হাইলাকাড়ি এবং নগাঁও জেলা অবিবাহিত বৃষ্টিপাতের দরংন বন্যাব কবলে পড়ে ব্যাপক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বন্যার জলে ডুবে মৃত্যু হয়েছে প্রায় আট জনের। নিহতদের অধিকাংশ বরাক উপত্যকার।

নবনির্বাচিত সাংসদকে সংবর্ধনা দিলেন বিলোনিয়া মন্ডলের সদস্যরা



নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ৫ জুন: দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার বিলোনিয়া পুরাতন টাউন হলে পশ্চিম ত্রিপুরা আসনের জয়ী বিজেপি প্রার্থী তথা নবনির্বাচিত সাংসদ বিপ্লব কুমার দেবকে সতর্কতা জারি করে। বিলোনিয়া মন্ডলের পক্ষ থেকে এদিন এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। মন্ডলের পক্ষ থেকে বিপ্লব কুমার দেবের হাতে পুষ্পস্তবক তুলে দিয়ে

শুভেচ্ছা জানানো হয়। বিপ্লব কুমার দেব স্বংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে জানান, কংগ্রেস এবং সিপিআইএম পশ্চিম ত্রিপুরা আসন থেকে মাত্র ২৩ শতাংশ ভোট পেয়েছে। বাকি সকল সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। বিলোনিয়া মন্ডলের পক্ষ থেকে এদিন এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। মন্ডলের পক্ষ থেকে বিপ্লব কুমার দেবের হাতে পুষ্পস্তবক তুলে দিয়ে

জানানো হচ্ছে প্রত্যেক বাড়িতে গিয়ে যাতে মানুষকে ধন্যবাদ জানানো হয়। কারণ সকলে ভোট না দিলে এত বড় জয় সম্ভবত না বলে অভিমত ব্যক্ত করেন বিপ্লব কুমার দেব। তিনি বলেন আগামী দিনে সবকা সাথ, সবকা বিকাশের লক্ষ্য নিয়ে সবার সাথে মিলে রাজ্যের উন্নয়ন করতে চান। উন্নয়ন কাজে তুমি জনগণের সার্বিক সহযোগিতা আহবান করেছেন।

বাড়িতে ও সিপিএম অফিসে দুষ্কৃতীর হামলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ৫ জুন: বিশালগড় থানার অন্তর্গত অফিসটি এলাকার বাসিন্দা অবনী দেবনাথ এর বাড়িতে জঙ্ঘর চালায় দুষ্কৃতিকারীরা। যদিও ঘটনার সময় অবনী দেবনাথ সহ ওনার পরিবারের লোকজন বাড়িতে ফিরে এসে এই হামলা দেখতে পেয়ে খবর দেয় বিশালগড় থানায়। খবর পেয়ে বিশালগড় থানার বিশাল পুলিশ ও টি এস আর বাহিনী ঘটনাস্থলে ছুটে

যায়। এই ঘটনায় গোটা অফিসটি এলাকা জুড়ে তীব্র উত্তেজনা পরিষ্টি বিরাজ করছে। গোটা এলাকায় মোতায়েন করা হয়েছে পুলিশ, স্টেশনারী আধা সামরিক বাহিনীর জওয়ানদের। রাজনৈতিক কারণে এই হামলা বলে দাবি অবনী দেবনাথের। এদিকে, কৈলাসহর চিড়িপুর্ সিপিআইএম অঞ্চল কমিটির অফিস মঙ্গলবার রাতের আঁধারে দুষ্কৃতিকারীরা হামলা চালায়। অভিযোগের তীর দেয় দলের দিকে। এই ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। এদিকে, বিশালগড় থানা এলাকায়

দোকানঘর ভাঙুর করল দুষ্কৃতীরা। ঘটনা চিড়িপুর্ রামকৃষ্ণ আশ্রম সলংগ এলাকায় জানা যায়, চিড়িপুর্ রামকৃষ্ণ আশ্রমের পাশে মনোরঞ্জন দেবনাথ নামে এক বাবুসায়ীর বাসনা প্রতিষ্ঠান মঙ্গলবার গভীর রাতের ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে দুষ্কৃতিকারীরা। তিনি এই দোকান দিয়ে সংসার প্রতিপালন করতেন। কিন্তু মনোরঞ্জন দেবনাথ জানান দুষ্কৃতিকারীরা তার এই প্রতিষ্ঠানটি ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে। তিনি সরকারের কাছে সহযোগিতার দাবি জানিয়েছেন।

রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের উদ্যোগে সচেতনতামূলক র্যালি



নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জুন: বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে বিজ্ঞান প্রযুক্তি ও পরিবেশ দপ্তরের অধীন রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ উদ্যোগে এক সচেতনতামূলক রেলি পরিবহন করা হয়েছে। এদিনের রেলিটি সুকান্ত একাডেমী থেকে বের হয়ে শহরের বিভিন্ন পথ পরিভ্রমণ করে। এদিনের রেলিটি প উপস্থিত ছিলেন দপ্তরের সচিব উষ্টর কে

শশী কুমার ও পলিউশন সেন্ট্রাল বোর্ডের মেম্বর সেক্রেটারি বিনু কর্মকার সহ অন্যান্যরা। তাছাড়া, রেলিতে বিভিন্ন কলেজ, স্কুল পড়ুয়া ছাত্র ছাত্রীরা অংশগ্রহণ করেন সচিব কে শশী কুমার বলেন, আজকে অনেক বড় দিন। দিন দিন রাজ্যে বায়ু দূষণ, শব্দ দূষণ এবং জলদূষণ বেড়ে যাচ্ছে। দূষণ কমাতে জনগণকে সচেতন হতে হবে। তা না হলে জনজীবনে প্রভাব

পড়বে। এদিকে, বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে পরিবহন দপ্তর ও বিদ্যুৎ দপ্তরের যৌথ উদ্যোগে সচেতনতা রেলীর আয়োজন করা হয়েছে। এদিনের রেলী পরিবহন ভবন থেকে শুরু করে শহরের বিভিন্ন পথ পরিভ্রমণ করে। এদিনের রেলীতে উপস্থিত ছিলেন ট্রাফিক দপ্তরের পুলিশ সুপার মানিক লাল দাস এবং

পরিবহন দপ্তরের কমিশনার উত্তম মন্ডল সহ বিদ্যুৎ দপ্তরের জেনারেল ম্যানেজার স্বপন দেবর্মা সহ অন্যান্যরা ট্রাফিক দপ্তরের পুলিশ সুপার মানিক লাল দাস বলেন, আজ বিভিন্ন ভাবে পরিবেশ দূষিত হচ্ছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধি হার দিন দিন বেড়েই চলেছে। জনজীবনের মান উন্নয়নের করতে দূষণ কমাতে হবে। তাই সচেতন নাগরিক হিসেবে আমাদের প্রথম কর্তব্য দূষণ কমাতে হবে।

ডিফু সংসদীয় আসনের ফলাফলে 'ব্যাপক গরমিল', পুনর্ভোটে দাবি নির্দল প্রার্থী জন ইংতির

হাফলং (অসম), ৫ জুন (হি.স.): কারবি আংলং, পশ্চিম কারবি আংলং এবং ডিমা হাসাও জেলাকে নিয়ে গঠিত ৬ নম্বর ডিফু উপজাতি সংরক্ষিত সংসদীয় আসনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের ফলাফলে ব্যাপক গরমিলের অভিযোগ তুলেছেন দ্বিতীয় স্থানধিকারী নির্দল প্রার্থী জন ইংতি কাথার। নির্বাচন কমিশনের ফলাফল এবং ডিস্ট্রিক্ট রিটার্নিং অফিসারের প্রকাশিত ফলাফলে ১০ হাজার ভোটের গরমিল রয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন জন ইংতি। এ ব্যাপারে ভারতের নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেছেন জন ইংতি কাথার। ডিফু লোকসভা আসনে মোট ভোটার ৯ লক্ষ ১ হাজার ৩২ জন। ভোটদান করেছেন ৬ লক্ষ ৮২ হাজার ৪৪১

জন। এর মধ্যে বিজেপির বিজয়ী প্রার্থী অমরসিং তিসো ভোট পেয়েছেন ৩ লক্ষ ৩৪ হাজার ৬২০টি। নির্দল প্রার্থী জন ইংতি কাথার মোট ভোট পেয়েছেন ১ লক্ষ ৮৭ হাজার ১৭টি। হারের হাজার ২৭৯। এএসডিসি প্রার্থী জৎসন বে পেয়েছেন ৯ হাজার ৬৩০টি ভোট। এই ফলাফল ঘোষণার পর ডিফু লোকসভা আসনের নির্দল প্রার্থী জন ইংতি কাথার নির্বাচন কমিশনের প্রকাশিত ফলাফল ও ডিস্ট্রিক্ট রিটার্নিং অফিসারের প্রকাশিত ফলাফলে গরমিল রয়েছে বলে অভিযোগ তুলে ডিফু লোকসভা আসনে পুনরায় ভোট গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন। এদিকে ডিফু লোকসভা আসনে তৃতীয় স্থানধিকারী কংগ্রেস প্রার্থী জয়রাম ইংলং মোট ভোট

পেয়েছেন ১ লক্ষ ২৪ হাজার ১৯টি। চতুর্থ স্থান নোটার। নোটার ভোট পড়েছে ১৬ হাজার ২৫৯টি। নোটা থেকে ভোট কম পেয়েছেন গণ সুরক্ষা পার্টির জন বার্নাড সাংমা। তিনি ভোট পেয়েছেন ১১ হাজার ২৭৯। এএসডিসি প্রার্থী জৎসন বে পেয়েছেন ৯ হাজার ৬৩০টি ভোট। অন্যদিকে ডিফু লোকসভা আসনের অন্তর্গত হাফলং বিধানসভা কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী অমরসিং তিসোর পক্ষে ভোট পড়েছে ৫৯ হাজার ৬২১টি। কংগ্রেস প্রার্থী জয়রাম ইংলং ভোট পেয়েছেন ৩৫ হাজার ২৭০টি। নির্দল প্রার্থী জন ইংতি কাথারের পক্ষে পড়েছে ১৭ হাজার ৫৭৬টি ভোট। হাফলং বিধানসভা কেন্দ্রে নোটার ভোট পড়েছে ১,৫১৭টি।

গণ সুরক্ষা পার্টির জন বার্নাড সাংমা পেয়েছেন ১,১৫৭টি এবং এএসডিসির প্রার্থী পেয়েছেন ৬৪০টি ভোট। উল্লেখ্য, এক সময় কারবি আংলং, ডিমা হাসাও জেলাকে নিয়ে ভারতীয় সংবিধানের ২৪৪ (ক) অনুচ্ছেদ অনুসারে পৃথক স্বশাসিত রাজ্যের দাবিতে আন্দোলনকারী এএসডিসি দলকে এবার পাহাড়ি জেলার মানুষ প্রত্যাখ্যান করেছেন। তবে উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের নির্বাচনে কংগ্রেস একটি আসনে জয়ী না হলেও লোকসভা নির্বাচনে নির্বাচনের আগে কংগ্রেসের কাছে স্বস্তির বিষয় বলে মনে করছে রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ মহল।